গাজায় গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানালেন তুর্কি ফার্স্ট লেডি

সারে-জমিন

কুমারপুর হাই মাদ্রাসার ভোটে জয়ী বাম-কং জোট

রূপসী বাংলা

গাজা যখন এতিমের শহর

সম্পাদকীয়

জেলা পরিষদের নাম করে টোল তোলার অভিযোগ

সাধারণ

২০২৪ হবে কোহলি-বাবরের বছর: নাসের হুসেইন

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১ জানুয়ারি ২০২৪
১৫ পৌষ ১৪৩০
১৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 01 ■ Daily APONZONE ■ 1 January 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা

আপনজন ডেস্ক: রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিপি গোপালিকাকে রাজ্যের নতুন মুখ্য সচিব হিসাবে নিযুক্ত করেছে। তিনি এইচ কে দ্বিবেদীর স্থলাভিষিক্ত হন, যার বর্ধিত মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। ১৯৮৯ ব্যাচের আইএএস অফিসার গোপালিকাকে তাঁর পূর্বসূরির মতো মেয়াদ বাড়ানো না হলে তিনি মাত্র পাঁচ মাসের জন্য এই পদে থাকবেন, কারণ আগামী বছরের ৩১ মে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা রয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব পদে নন্দিনী চক্রবর্তী গোপালিকার স্থলাভিষিক্ত হলেন। লিনা চক্রবর্তীর পর দ্বিতীয় মহিলা যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন। লিনা চক্রবর্তী ১৯৯৬ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে ১৯৯৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্র সচিব ছিলেন। দ্বিবেদীকে তিন বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা (অর্থ) করা হয়েছে। রাজ্যের অনুরোধে গত জুন মাসে দ্বিবেদীকে মুখ্যসচিব হিসেবে ছয় মাসের মেয়াদ বাড়িয়েছিল কেন্দ্র।

শেষ মুহূর্তে পরিবর্তিত হল গঙ্গা সাগর সফরসূচি

এই প্রথম গঙ্গাসাগর মেলার শুরুর দিনে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: গঙ্গা সাগর মেলা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও যাননি। তাই এই প্রথমবার গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন সেখানে হাজির থাকছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত সব কর্মসূচি পরিবর্তিত হল। ২ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর একটি সরকারি কর্মসূচিতে যোগদানের কথা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ওই কর্মসূচিতে যাচ্ছেন না। আর গঙ্গা সাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে যাওয়ার কথা ছিল ৩ জানুয়ারি। সেই কর্মসূচি পরিবর্তিত করে গঙ্গা সাগর মেলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার ফলে ৩ জানুয়ারি নয়, মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলার শুরুর দিন ৮ জানুয়ারি যাবেন বলে নবান্ন সূত্রের খবর। আর তার ফলে পূর্ব নির্ধারিত বেশ কয়েকটি কর্মসূচিরই বদল ঘটানো হয়েছে। আগে ঠিক ছিল হাওড়ার ডুমুরজলা থেকে হেলিকপ্টার যোগে সাগরে যাবেন ৩ জানুয়ারি। মঙ্গলবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মেলার উদ্বোধন হবে ৮ জানুয়ারি, চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। ঠিক ছিল প্রতি বছরের মতো এ বছরও গঙ্গা সাগর মেলা শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী সাগরদ্বীপে গিয়ে গঙ্গা সাগর মেলার

প্রস্তুতি নিজেই খতিয়ে দেখবেন। আর হেলিকপ্টারেই ৪ জানুয়ারি গঙ্গা সাগর থেকে ফেরার পথে জয়নগরের বহড়ু স্কুল মাঠে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। সেই কর্মসূচি আপাতত স্থগিত। তবে, পরিবর্তিত কর্মসুচি অনুযায়ী গঙ্গারা থেকে ৯ জানুয়ারি কলকাতা ফেরার পথে জয়নগের ফের সভা করবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর গঙ্গাসাগর মেলার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে আসা নিয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি তুঙ্গে। কিন্তু তিনি মেলার শুরুর দিন আসায় এখন জোর তৎপরতা চলছে গঙ্গাসাগর মেলার প্রশাসন কর্তাদের মধ্যে। এ ব্যাপারে সাগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ৩-৪ জানুয়ারির বদলে তিনি সাগর সফরে আসবেন ৮-৯ জানুয়ারি। তাই সে ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার এসএসকেএম হাসপাতালে রুটিন চেক-আপের সময় প্রয়োজন বুঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁধে অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন চিকিৎসকরা। আর অস্ত্রোপচারের পর স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে দিনকয়েকের বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। আর তাই শেষ মুহূর্তে গঙ্গাসাগর সফরসূচির এই পরিবর্তন। তবে লোকসভা ভোটের আগে গঙ্গাসাগর থেকে মমতা কি বার্তা দেন সেটাই দেখার।

তেহরিক-ই হুরিয়ত নিষিদ্ধ হল দেশে

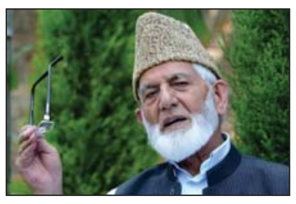

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন তেহরিক-ই-হুরিয়ত (টিইএইচ) জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ উস্কে দেওয়া এবং ভারত বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য নিষিদ্ধ সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করেছে সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কে দেওয়ার জন্য এই গোষ্ঠী ভারত বিরোধী প্রচার ণা চালাচ্ছে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জিরো টলারেন্স নীতির অধীনে যে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা ভারত বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকলে তা প্রতিহত করা হবে। "তেহরিক-ই-হুরিয়ত, জম্মু ও কাশ্মীর (টিইএইচ) বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের অধীনে 'বেআইন সংগঠন' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করতে এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিষিদ্ধ কার্যকলাপে জড়িত এই সংগঠনটি। এর আগে পাকিস্তানপন্থী এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন প্রয়াত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি, যার স্থলাভিষিক্ত হন মাসরাত আলম।

তবলিগি ইজতেমা...

আপনজন: *পূর্ব বর্ধমানের সেহারাবাজার আল মদিনা জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় তিন দিন ব্যাপী তবলিগি জামাতের জেলা ইজতেমার রবিবার শেষ দিনে ছিল ব্যাপক সমাগম। ছবি: মোল্লা মুয়াজ ইসলাম*

শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় দলিত তরুণীকে গরম গুড়ে নিক্ষেপ

আপনজন ডেস্ক: জাতপাতের বিভীষিকা থেকে কিছুতেই রেহাই পাচ্ছে না যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। আবারও নির্মম জাতপাতের শিকার হলেন এক দলিত তরুণী। শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় এক দলিত তরুণীকে গুড় তৈরির কারখানায় গরম গুড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল উত্তরপ্রদেশের বুদাউন জেলায়। গুরুতর দগ্ধ ১৮ বছর বয়সি ওই তরুণীটি দিল্লির জিটিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ। বিনাউলি থানার ইনচার্জ ইন্সপেক্টর এম পি সিং জানিয়েছেন, মুজাফফরনগরের

বাসিন্দা ওই মহিলা একটি গ্রামে প্রমোদের গুড় কারখানায় কাজ করতেন। শনিবার বিনাউলি থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই মহিলার ভাই জানিয়েছেন, বুধবার তিনি যখন গুড় কারখানায় কাজ করছিলেন, তখন প্রমোদ, রাজু এবং সন্দীপ তার বোনের সঙ্গে শ্লীলতাহানি ও দুর্ব্যবহার করেন। মেয়েটি প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুড়ের গরম তরলের মধ্যে ফেলে দেয় এবং তার দিকে জাত তুলে গালাগারি করে

উত্তরপ্রদেশ

বলে অভিযোগ। পরে তিন আসামি পালিয়ে যায়। সিং বলেন, তার ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত প্রমোদ, রাজু এবং সন্দীপের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৫০৪, ৩০৭ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

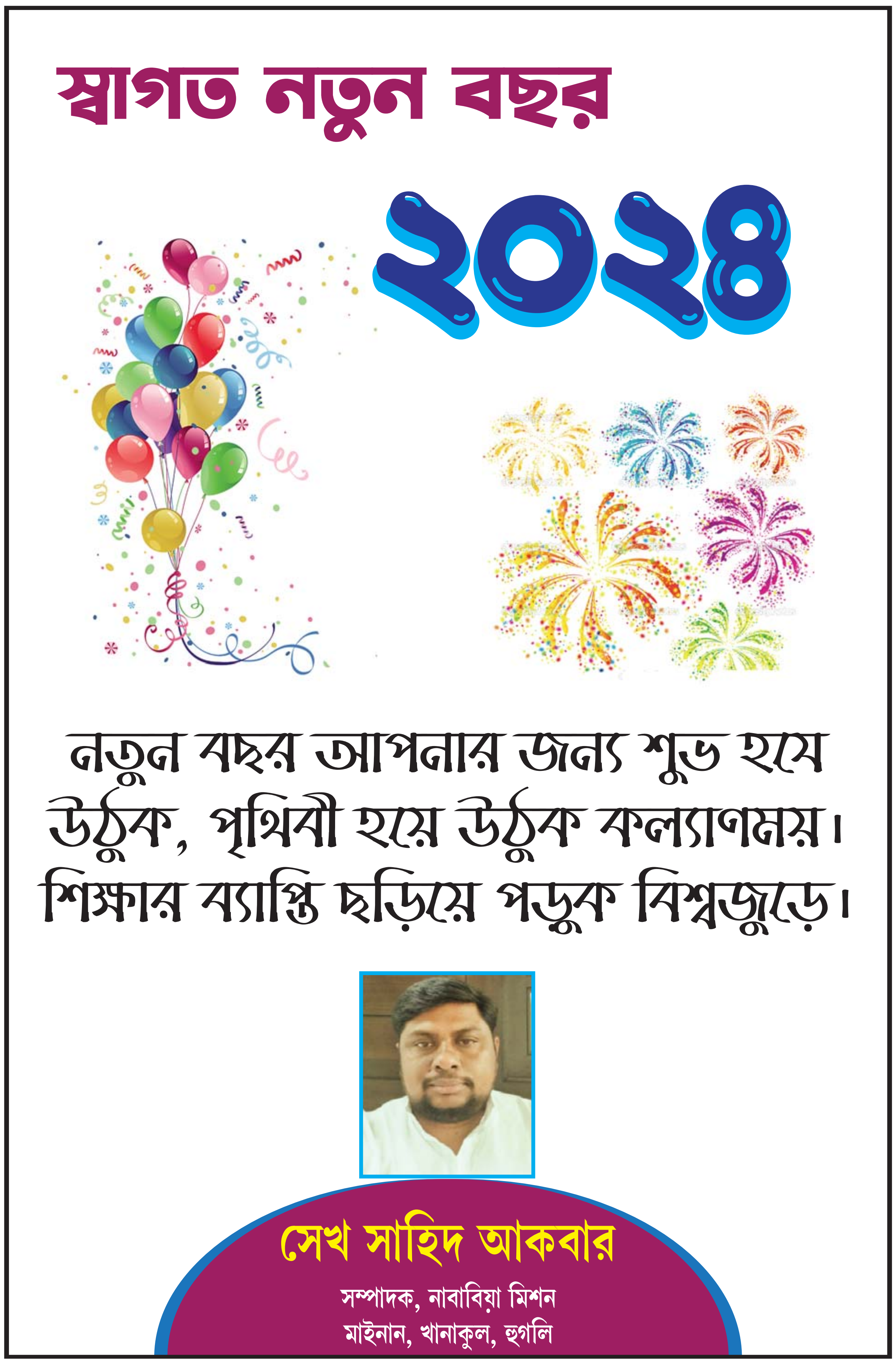

প্রথম নজর

পূর্বপল্লির মাঠে ঝাড়ু হাতে কাজল সেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সাতসকালে ঝাঁটা হাতে শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লীর মাঠে হাজির বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতি কাজল শেখ। পৌষমেলা শেষ। পূর্বপল্লীর মাঠ পরিষ্কার করে বিশ্বভারতী কে ফিরিয়ে দেওয়ার তৎপরতা। যুদ্ধকালীন অবস্থায় চলছে মাঠ পরিষ্কার। পরপর তিন বছর শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লীর মাঠে হয়নি পৌষ মেলা। বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এই প্রথম রাজ্য সরকার শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লীর মাঠে পৌষ মেলা করেছে। ২৪ থেকে ২৮ এ ডিসেম্বর ৫ দিন হয়েছে পৌষ মেলা। বিশ্বভারতীর সাথে চুক্তি অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করে মাঠ ফিরিয়ে দেবে জেলা প্রশাসন। এদিন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, বোলপুর পৌরসভার উপ পৌরপতি, কাউন্সিলর, বিশ্বভারতীর ছাত্র কর্মী অধ্যাপক সকলেই মাঠ পরিষ্কারে হাত লাগিয়েছিল। কাজল শেখ জানান, আগামী দিনে এই মাঠেই বসন্ত উৎসব করবে রাজ্য সরকার। সম্পূর্ণ বিশ্বভারতীর সহযোগিতা নিয়ে। পৌষ মেলা শেষ হয়েছে। আমরা মাঠ আগের মত পরিষ্কার করে বিশ্বভারতীকে ফিরিয়ে দেব।

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। জাতীয় সড়ক দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার পথে লরির চাকায় পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পথচারীর। রবিবার সকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার আহিরণ হাট সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেয় সুতি থানার অন্তর্গত আহিরন ফাঁড়ির পুলিশ। দুর্ঘটনার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। যদিও পুলিশের তৎপরতায় পড়ে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘাতক লরিটিকে আটক করার পাশাপশি চালক ও খালাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

নেসারুদ্দিন কুমারপুর হাই মাদ্রাসার ভোটে জয়ী বাম-কং জোট

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের সাগরপাড়ার কুমারপুর নেসারুদ্দিন হাই মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির নির্বাচনে জয়ী হল বাম- কংগ্রেস জোট । রবিবার ওই ভোটে ছয় শূন্য ভোটে জয়লাভ করল বাম কংগ্রেস জোট। দীর্ঘ টালবাহানার পর হাইকোর্টের নির্দেশে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরিচালন কমিটির নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। রবিবার ছিল পরিচালন কমিটির ভোট গ্রহণ। কড়া পুলিসি নিরাপত্তায় এদিন সম্পূর্ন হল পরিচালন কমিটির নির্বাচন।

১৯৬৯ সালে সাগরপাড়ার নটিয়ালে ওই মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয়। এরপরে ২০১১ সালের নির্বাচনে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলে কোর্টের দারোস্ত হয়েছিল সিপিএম। এরপরে আদালতের নির্দেশে স্কুল পরিচালনার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপরে ২০২৩ এর নভেম্বরে ভোট করানোর জন্য হাইকোর্টে মামলা হয়। এরপরেই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পরিচালন কমিটির নির্বাচনের নির্দেশ দেয় আদালত। রবিবার সকাল ন'টা থেকে চারটা পর্যন্ত ভোট হয়। মোট ১৪৮১ জন ভোটারের মধ্যে ৮৭৩ জন এদিন ভোট দেয়। এরপরে পাঁচটায় গণনা শুরু হয়। সন্ধ্যা সাততা নাগাদ ফলপ্রকাশ হয়,শেষে জয়লাভ করে জোট প্রার্থীরা । এবিষয়ে জলঙ্গি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এই জয় গনতন্ত্রের জয়। তৃণমূল প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে অনেকবার নির্বাচন আটকানোর চেষ্টা করেছে। তারপরেও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোটদানেই জয়লাভ করল জোট। আমরা সার্বিকভাবে স্কুলের উন্নতির সর্বচেস্টা করবো।

থানার রক্তদান শিবিরে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও মোথাবাড়ি থানার পরিচালনায় উৎসর্গ প্রকল্পের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির মোথাবাড়ির সুকান্ত ভবনে। সারা বছর পুলিশ প্রশাসন এর উদ্যোগে এইরকম রক্তদান, চারাগাছ বিতরণ, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ ছাড়াও বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরে প্রায় এক শতজন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং জলপথ ও সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, কালিয়াচকের এসডিপিও সম্ভব জৈন, মোথাবাড়ী থানার ওসি হারাধন দেব, মালদা জেলা পরিষদ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ সেখ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সামিউল আহমেদ প্রমুখ। এছাড়াও এদিন পুলিশের উদ্যোগে মোথাবাড়ী চৌরঙ্গী মোড়ে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচিতে হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের সচেতনতার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেককে হেলমেট প্রদান করা হয়।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। রক্তদানে মালদা জেলার মধ্যে মোথাবাড়ী এগিয়ে রয়েছে এটা অত্যন্ত গর্বের। আমরা সকল রক্তদাতাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্যালুট জানাই। এছাড়াও আমরা মোথাবাড়ী থানার পরিচালনায় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি করি এবং সকল বাইক চালকদের ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে সচেতনতা করা হয়। তারা যেন বাড়ি থেকে হেলমেট ছাড়া একদম বের না হয়।]

চোখের জলে শেষ হল তিন দিনের জেলা তবলিগি ইজতেমা

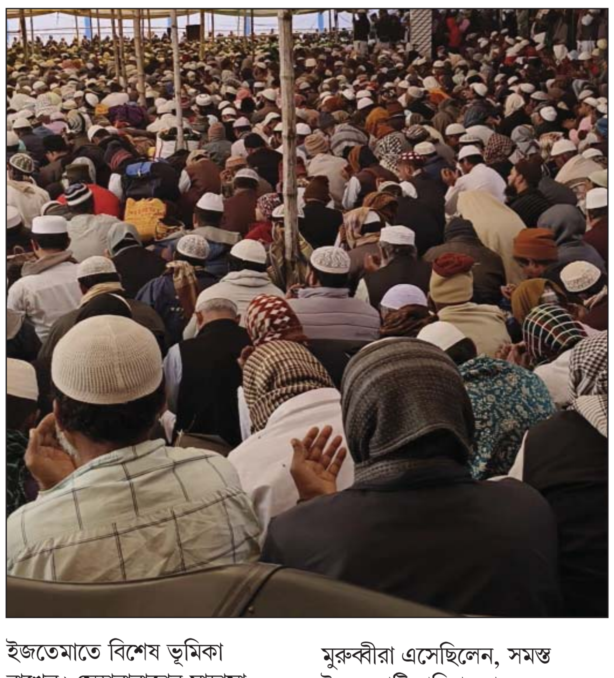

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সেহারাবাজারে লক্ষ মানুষের দোয়া ও কান্নাকাটিতে শেষ হল তিন দিনের পূর্ব বর্ধমান জেলা ইজতেমা । সেহারাবাজার আল মদিনা জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় কয়েক লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে সাফল্য লাভ করে পূর্ব বর্ধমান জেলা তাবলিগী ইজতেমা । বর্ধমানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কালনা ,কাটোয়া, মন্তেশ্বর ,মঙ্গলকোট, গলসি, গুসকরা ,খণ্ডঘোষ, রায়না ,জামালপুর ,মাধবদিহি সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হাজারে হাজারে মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন সেহারাবাজারে । ২৯ শে ডিসেম্বর শুক্রবার জুম্মার দিনে ২৫ থেকে ৩০ হাজার মত মানুষ উপস্থিত হয়ে জুম্মার নামাজ আদায় করেন আল মদিনা জামে মসজিদে । এই ইজতেমার মূল উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুর পর একটা জীবন আছে সেই জীবনকে শান্তিময় করতে হবে । পৃথিবীর বুকে শান্তির আবাসস্থল বানানোর বার্তা দেওয়া হয় । জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ যেন ভাই ভাই হয়ে থাকতে পারে। নিজের দেশ মাতৃভূমি যেন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে ।এই ইজতেমার মূল দায়িত্বে ছিলেন সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক তথা মাদ্রাসা দারুল উলুম এর সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন। পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে আলেম ওলামারা এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এক হাজারের বেশি আলেম উলামা মুফতি মোহাদ্দিসিন এই ইজতেমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। সেহারাবাজার মাদ্রাসা দারুল উলুম এর শিক্ষক ছাত্ররা এবং রহমানিয়া আল আমিন মিশনের শিক্ষক ছাত্ররা ইজতেমা সাফল্যের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার এই ইজতেমায় পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট মুরব্বিরা এসে মানুষের সামনে ঈমান, আমল আখেরাতের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বায়ান রাখেন। এখানে এসেছিলেন মগরাহাট হতে মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব, মাওলানা জিয়া, আকরা মারকাজ হতে মাস্টার নাজির উদ্দিন সাহেব ,ভাই জামাল উদ্দিন এছাড়া পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার তাবলীগের কাজকে যারা পরিচালনা করেন সেই সমস্ত বিশিষ্ট মুরুব্বীরা এসেছিলেন, সমস্ত ইজতেমাটি পরিচালনা করেন বাংলা ওয়ালি মসজিদ নিজামুদ্দিনের স্বীকৃত পশ্চিমবাংলার সূরা সদস্য এবং ফায়সাল মাওলানা শফি আহমদ সাহেব ভাই পারভেজ আলম সাহেব, ভাই সাদিক সাহেব, ভাই আনিস সাহেব এবং সহযোগিতায় থাকেন বর্ধমান জেলার সুরার ফয়সাল মাওলানা আবুল হাসান সাহেব, মোঃ মহসিন সাহেব, মাস্টার আলাউদ্দিন সাহেব। সমস্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেন জনাব হাজী কুতুব উদ্দিন সাহেব অসুস্থ শরীর নিয়ে সর্বক্ষণ যাতে কি করে মানুষের সার্বিক সুবিধা হয় সেই দিকে পরিপূর্ণ লক্ষ্য রেখে মানুষের খেদমত করে গেছেন।

বর্জ্য পুনর্ব্যহারের বিকল্প পথ খুঁজে সম্বর্ধিত হলেন সাধন কুমার ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বিদেশে বসবাসকারী এ রাজ্যের মানুষ যাতে রাজ্যের উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে তাই 'নন রেসিডেন্ট ওভারসিস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল' এর উদ্যোগে চতুর্থ প্রবাসী বঙ্গীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুনা সেন অডিটোরিয়ামে । বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাঙালিরা কিভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ রাজ্যে বিনিয়োগ করতে পারেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অন্যদিকে রাজ্যের উন্নয়নে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। পরিবেশ রক্ষায় বর্জ্য পুনর্ববহার নিয়ে নানা গবেষণা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর সাধন কুমার ঘোষ, প্রাক্তন ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি ও নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্ত কে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয়। ডক্টর সাধন কুমার ঘোষ বলেন, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে আমাদের দেশ। তিনি আশা করেন কেন্দ্রীয় সরকার স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মত যে সমস্ত প্রকল্প হাতে নিয়েছে তাতে আগামী দিনে বর্জ্য পুনর্ব ব্যবহারে ভারত অন্যদেশকে পথ দেখাবে। রাজ্যে বর্জ্য পূর্ণ ব্যবহার শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে আবেদন করেন তিনি।

১২ বছর আত্মগোপন করে থাকা বীরভুমের 'মাওবাদী' যুবক ধৃত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

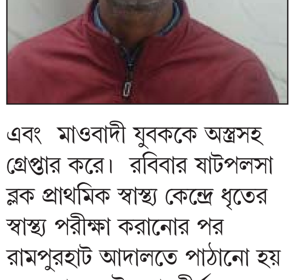

আপনজন: বামফ্রন্ট ও তৃনমূল সরকারের সন্ধিক্ষণে রাজ্য রাজনীতিতে মাওবাদী ক্রিয়াকলাপে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল প্রশাসন সহ সাধারণ নাগরিক।মাওবাদী নেতা কিষেনজি হত্যার পর বাংলার বুকে একপ্রকার তাদের কার্যকলাপ থেমে যায়। অনেক মাওবাদী নেতা রাজ্য সরকারের ডাকে আত্মসমর্পণ করেন এবং সরকারি প্যাকেজ গ্রহণ করেন। তারমধ্যেও বেশকিছু মাওবাদী কর্মীদের নাম পুলিশের খাতায় থেকে যায়,বিভিন্ন ধরনের নাশকতা মূলক কাজ ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে।সেই রকম ১২ বছর ধরে ফেরার থাকার পর বাড়ি ফিরতেই পুলিশের জালে আটকে পড়ে মাওবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকা এক যুবক।পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে,অভিযুক্তের নাম বাবলু সূত্রধর, বাড়ি বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত ঢেকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলিয়া গ্রামের পুকুরপাড়ায়। দীর্ঘ ১২ বছর ফেরার থাকার পর গত শনিবার নিজের গ্রামেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠতেই রামপুরহাট এসডিপিও ধীমান মিত্র র নেতৃত্বে ময়ূরেশ্বর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং মাওবাদী যুবককে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে। রবিবার ষাটপলসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ধৃতের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পর রামপুরহাট আদালতে পাঠানো হয় বলে খবর। উল্লেখ্য দীর্ঘ ১২ বছর ফেরার থেকেও শেষ রক্ষা হলো না বীরভূমের অভিযুক্ত মাওবাদী যুবকের। জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে,তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা এবং এলাকায় সন্ত্রাস-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল সেই অভিযোগে শনিবার গ্রেফতার করা হয়।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বীরভূম পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানায় ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরেই তাকে খোঁজাখুঁজি করছিল।গ্রাম সূত্রে জানা যায়, বাম আমলে বাবলুর বোনকে ধর্ষণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, তারপর থেকেই সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

পিকনিকের ভিড় জমছে পাকুয়াহাটের টাইগার হিলে

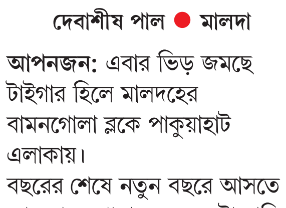

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: এবার ভিড় জমছে টাইগার হিলে মালদহের বামনগোলা ব্লকে পাকুয়াহাট এলাকায়।

বছরের শেষে নতুন বছরে আসতে আর হাতেগোনা কয়েক ঘন্টা বাকি তার আগে নতুন বছরকে উৎসব সাথে বরণ করতে দেখা গেল মালদা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে রয়পছে বামনগোলা ব্লকের জগদ্দলা অঞ্চলের টাইগার হিল পাহাড়ে। অনেকেই দেখেছেন দার্জিলিং রয়েছে টাইগার হিল। এবার মালদহের বামনগোলা ব্লকের জগদ্দলা অঞ্চলে ১২ মাইল এলাকায় রয়েছে সুন্দর পরিবেশের এই টাইগার হিল আর এই টাইগার হিলে পিকনিকের আসল মেতেছে ৮ থেকে ৮০ সকলেই দার্জিলিংয়ের পাহাড় না থাকলেও বেশ সুন্দরভাবে গুছানো এই পরিবেশ আর এই পরিবেশে পিকনিকে মজা নিতে আসছেন সাধারণ মানুষ।

ডাকাতির সাত দিন পর ধৃত লিঙ্কম্যান

নাজিম আক্তার ● চাঁচল

আপনজন: ডাকাতি কান্ডের সাত দিন পর রবিবার একজনকে গ্রেফতার করল চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম শাহজাহান আলি(৩৪)। বাড়ি চাঁচল থানার মল্লিক পাড়ার নিমগাছি গ্রামে।ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে এদিন চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে আরো জানা গেছে, ধৃত ওই ব্যক্তি ডাকাতি কান্ডের লিংক ম্যান হিসেবে কাজ করেছিলেন। ডাকাতদের সমস্ত খবরাখবর সরবরাহ করতেন তিনি।আর এই ব্যক্তির গ্রেফতারের ঘটনায় বিহারের দুষ্কৃতীরা যোগ রয়েছে বলে জানতে পারছেন পুলিশ।কারণ ধৃত ব্যক্তি বিহার সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দা।তাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সমস্ত রহস্যের জট খুলবে বলে মনে করছে পুলিশ।প্রসঙ্গত ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের সন্ধ্যায় চাঁচল বাজারের নামকরা এক সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।প্রায় ৫ কোটি টাকার গয়না লুঠ করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।চলে গুলি।পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সেই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল।মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল জেলার ব্যবসায়ী মহল। পুলিশকে দেওয়া হয়েছিল ৭২ ঘন্টার সময়সীমা। তদন্তের জন্য গঠন হয়েছে বিশেষ টিম।আসরে নেমেছে সিআইডি। তারপরেই ডাকাতির এক সপ্তাহের মাথায় প্রাথমিক সাফল্য।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ছবির মাধ্যমে শিক্ষাদান নিয়ে অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার স্কুলের

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার গৌড়দহ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মন্ডল কমপ্লেসে দিননাথ স্মৃতি বিদ্যামন্দির উদ্যোগে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ছবিতে শিক্ষাদানের অভিনব কৌশল যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষাদানের মাধ্যম আরও অতি সহজ ভাবে দাঁড়াবে। স্কুলের সিঁড়ির ধাপ থেকে উড়তে উড়তে ক্লাসরুমের মধ্যে সৌরজগতের সম্পূর্ণ গ্রহ নক্ষত্র তুলে ধরা হয়েছে ও জীবন বিজ্ঞানের হৃদপিন্ডের মানুষের অঙ্গ পতঙ্গের তুলে ধরা হয়েছে নানান ছবি। ছবির মাধ্যমে নানান শিক্ষাদান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। দীননাথ স্মৃতি বিদ্যামন্দির কর্ণধর সুব্রত মন্ডল বলেন, সাত বছর পর আমরা শিশুদের শিক্ষাদানের অভিনব কৌশল নিয়েছি যা শিক্ষার্থীর কাছে আরও সহজ হবে। তারা শিক্ষা লাভ করতে পারবে। এখানে বাংলা মিডিয়ামের সাথে সাথে ইংরেজির উপর জোর দেওয়া হয় । সম্পূর্ণ নামমাত্র খরচে। ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষাদান করতে পারবে। এখন বর্তমান যুগে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি টাকার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে যা, মধ্যবিত্ত পরিবার এই বুঝার সামলাতে পারছে না।তাই তারা ইংরেজি স্কুলে পড়তে পারছে না। তাদের কথা চিন্তা করে সবার জন্য শিক্ষা দানের এই প্রথা শুরু করেছি গৌড়দহ দিননাথ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে।

প্রতারণার ফাঁদ পাতায় মল্লিকপুরে গ্রেফতার ৬

জাহেদ মিস্ত্রি ● বারুইপুর

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার বারুইপুর মল্লিকপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল হানা দেয় এক ভুয়ো কল সেন্টারে. ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর মল্লিকপুরের কাছে নতুন পাড়ায় অবস্থিত একটি অফিসে। কল সেন্টারে নামে মানুষকে প্রতারণা করার ফাঁদ পাতা হত, সেখানে অভিযান চালিয়ে মোট ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে বারুইপুর মল্লিকপুর পুলিশ ক্যাম্পের এস আই রিজু জ্জামান হোসেন ও তার দল । রাজা খান বয়স ২১, কুড়ি বছরের মোঃ মুশিদ, ২১ বছরের সোয়েব হোসেন , কুড়ি বছর বয়সী প্রিন্স নস্কর, ১৯ বছরের এস কে নিয়াজ এবং ১৮ বছরের আবু তাহা নাসির বেশিরভাগই মল্লিকপুরের বাসিন্দা বোলে খবর । উদ্ধার হয়েছে তিনটি ল্যাপটপ, নয়টি মোবাইল ফোন এবং আরো বেশ কিছু সরঞ্জাম। এরা সকলেই একটি বেআইনি কল সেন্টার চালাচ্ছিল। প্রাথমিক সূত্রে খবর এরা মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিদেশেদের টার্গেট করত, এবং তাদেরকে প্রতারণা করতো। এই ঘটনায় বারুইপুর থানায় তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ...

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত 'রামচন্দ্রনগর মাদ্রাসা খাদেমুল ইসলাম'-এর ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ কলকাতার চিড়িয়াখানা। ছবি: সাবির আহমেদ

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত সিরাতের মেধা পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণ

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: সিরাত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশনাল ট্রাস্ট আয়োজিত ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার সফলদের নিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো পুরস্কার বিতরণী । রবিবার বারাসাত পৌরসভার বিদ্যাসাগর অনুষ্ঠান গৃহে সিরাতের প্রধান আবু সিদ্দিক খানের তত্ত্বাবধানে সমস্ত ক্লাস মিলিয়ে সেরা দশের মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ৪২২ জন শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয় । সিরাতের রাজ্য সম্পাদক শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান বলেন, প্রত্যেক ক্লাসের প্রথম স্থান অধিকারীকে ১২০০ টাকার চেক, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কে ৮০০ টাকার চেক এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ৫০০ টাকার চেক সহ সেরা দশে থাকা সমস্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বই, মেডেল, মোমেন্ট তুলে দেওয়া হয় । এদিন হাফেজ আবু জাফরের কেরাত পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ।

এদিনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ শেখ শাহজাহান, তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণিত করার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং পরিষেবার কথা তুলে ধরেন । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আব্দুল কাইয়ুম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা বোর্ডের উপসচিব আজিজার রহমান, ড. জাহিদুল সরকার, শিক্ষক আবেদীন হক আদি, শিক্ষক আব্দুল আজিম, বাচিক শিল্পী জেসমিন বন্যা, চিত্র পরিচালক রাজ ব্যানার্জী, লেখক ড. মোস্তফা আব্দুল কাইয়ুম সহ অন্যান্যরা।

প্রথম নজর

গাজায় ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ইসরায়েলি সেনারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ করতে যাওয়া দখলদার ইসরায়েলি সেনারা ভয়াবহ পরজীবী সংক্রামক রোগ লিশম্যানিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। হিব্রু ভাষার ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম মারিভ, হাসপাতালের সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, কয়েক ডজন সেনাকে এই সন্দেহজনক সংক্রমণের জন্য চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। মারিভের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, চর্মবিদ্যা ক্লিনিকগুলো কয়েক ডজন সেনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে। লিশম্যানিয়া সংক্রামক রোগটি ছোট বেলেমাছির মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা শরীরের যেখানে কামড়ায় সেখানে যন্ত্রণাদায়ক ও প্রদাহজনক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যেই ক্ষত সহজে ভালো হয় না এবং কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী থাকে। যদি চিকিৎসা না দেওয়া হয় তাহলে ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেখানে স্থায়ী দাগ তৈরি হয় বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম মারিভ। পরজীবীটি মানুষের যকৃত, প্লীহা এবং অস্থি মজ্জাতে সংক্রমণ ঘটায় এবং চিকিৎসা না দিলে মৃত্যু প্রায় অবধারিত। এই রোগের লক্ষণ হলো- জ্বর, ওজন হ্রাস, ক্ষত, অবসাদ, রক্তাল্পতা, চামড়া কালচে হওয়া এবং যকৃৎ ও প্লীহার ব্যাপক আকার বৃদ্ধি।

মহাকাশে আরো ৩ গোয়েন্দা স্যাটেলাইট পাঠাবে উ: কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে কোরিয়া উপদ্বীপে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ কারণে আরো তিনটি গোয়েন্দা স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানোর পাশাপাশি ২০২৪ সালে সামরিক ড্রোন নির্মাণ ও পারমাণবিক অস্ত্রের পরিমাণ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে উত্তর কোরিয়া। শনিবার পাঁচ দিনব্যাপী ক্ষমতাসীন দলের সম্মেলনের সমাপনী দিনের বক্তব্যে এসব কথা বলেছেন উত্তরের প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। খবর রয়টার্সের। পুরাতন বছরকে বিদায় জানাতে উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির নবম পূর্ণাঙ্গ সভা গত মঙ্গলবার শুরু হয়। ক্ষমতাসীন দল ও সরকারি কর্মকর্তাদের পাঁচ দিনব্যাপী এই সমাবেশ থেকে দেশের মূল নীতিমালা ঘোষণা করা হয়। যদিও আগে নববর্ষের দিনে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থায় কিমের বক্তব্য প্রকাশ করা হতো। কিম জং উন বলেন, আমাদের ওপর হামলার জন্য শত্রুদের বেপরোয়া পদক্ষেপের কারণে কোরীয় উপদ্বীপে যে কোনো সময় যুদ্ধ শুরু হতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ডকে শান্ত করে দিতে সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন তিনি। এমনকি হামলার জবাবে পারমাণবিক বোমাসহ প্রস্তুতি নিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কিম বলেন, যদি আমরা শত্রু বাহিনীর আক্রমণাত্মক সামরিক কর্মকাণ্ডের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে নজর দিই তাহলে দেখতে পাব যুদ্ধ শব্দটি একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। এটা আর কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়। তিনি আরো বলেন, পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার ছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্প নেই। চীন ও রাশিয়া–দুই দেশের সঙ্গেই উত্তর কোরিয়ার বেশ ভালো সম্পর্ক রয়েছে। বিদায়ী ২০২৩ সালে মহাকাশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে গোয়েন্দা স্যাটেলাইট পাঠানোর দাবি করেছে উত্তর কোরিয়া। এই বছরই কঠিন জ্বালানি চালিত আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে দেশটি। নতুন এই ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো জায়গায় পারমাণবিক হামলা চালাতে পারবে কিম জং উনের দেশ।

গাজায় গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানালেন তুর্কি ফার্স্ট লেডি

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়কে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের ফার্স্ট লেডি এমিন এরদোগান। ফিলিস্তিনি শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছেন তিনি। ডেইলি সাবাহ এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়ে জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি শিশুদের দুঃখ-দুর্দশার কথা সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমিন এরদোগান।
তুর্কি সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ইস্তাম্বুলে আয়োজিত 'বুলেটপ্রুফ ড্রিমস: গাজার শিশু শিল্পীদের প্রদর্শনী' শীর্ষক এক প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে এ আহ্বান জানিয়েছেন তুর্কি ফার্স্ট লেডি।
এমিন এরদোগান বলেন, তাদের অবশ্যই ফিলিস্তিনি শিশুদের পক্ষে আওয়াজ তৈরি করতে হবে, কারণ তাদের বেঁচে থাকার অধিকার তাদের সবচেয়ে বড় মৌলিক

অধিকার, একই সঙ্গে তাদের দুঃখ-কষ্ট আরও দৃশ্যমান ও শ্রবণযোগ্য। এমিন এরদোগান বলেন, এই নিপীড়নের অবসানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমরা বিশ্বকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের নেতৃত্বে তুরস্কের পক্ষ থেকে আমরা এ ব্যাপারে তীব্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
খবরে বলা হয়েছে, ইস্তাম্বুলের তাকসিম স্কয়ারে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তুরস্কের যোগাযোগ অধিদপ্তর এটির আয়োজন করে। এতে ২৬৬টি শিল্পকর্ম রয়েছে, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি গাজার শিশুদের দ্বারা আঁকা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যারা ইসরাইলি আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে।

গাজা যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইসরায়েলে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধ করে হলেও অবিলম্বে হামাসের হাতে বন্দি ইসরায়েলিদের মুক্ত করে আনার দাবিতে রাজধানী তেল আবিবে এ যাবতকালের মধ্যে সর্ববৃহৎ বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা এবার নতুন দাবি তুলে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারকে পদত্যাগ করে এই মুহূর্তে নতুন নির্বাচন দিতে হবে। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, শনিবার রাতে হাবিমা স্কয়ারে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। সে সময় তারা দুর্নীতির অভিযোগে নেতানিয়াহুকে বিচারের মুখোমুখি করা এবং হামাসের হাতে জিম্মি থাকা বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান তথ্য জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, দ্য মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টের বাইরে জড়ো হওয়া বিক্ষোভকারীদের মধ্যে হামাসের কাছে জিম্মি থাকা বন্দিদের পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন। তারা এসব জিম্মিদের মুক্ত করে আনার বিষয়ে জোর দেওয়ার আহ্বান জানান। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সে সময় আরও ২৪০ জনকে জিম্মি হিসেবে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী হামাস এবং ইসরায়েল যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। ফলে এক সপ্তাহের ওই বিরতিতে বেশ কয়েকজন জিম্মিকে মুক্তি দেয় হামাস। ইসরায়েলও একই সময়ে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়।
সম্প্রতি গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নেতানিয়াহু। অপরদিকে ইসরায়েলি যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রিসভা জানিয়েছে যে, বন্দি বিনিময় চুক্তির পুনরায় শুরু করার বিষয়ে আলোচনা করতে রোববার বৈঠকে বসবে। এসব খবর সামনে আসার পরেই বিক্ষোভ শুরু হয়। এদিকে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ বিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ-এর প্রধান জুলিয়েট তৌমা জানিয়েছেন, গাজার অনেক বাস্তুচ্যুত নাগরিকই এখন খোলা আকাশের নিচে, পার্কে দিন কাটাচ্ছেন। জাতিসংঘের মানবিক কার্যালয়ের (ওসিএইচএ) তথ্য অনুসারে, সাম্প্রতিক সময়ে মিশরের সীমান্তবর্তী গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফা শহরে কমপক্ষে এক লাখ মানুষ পালিয়ে গেছে। ইউএনআরডব্লিউএ জানিয়েছে, জাতিসংঘকে সীমিত সহায়তা সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জুলিয়েট তৌমা বলছেন, গাজায় দিন দিন মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়ছে। তিনি বলেন, গাজা উপত্যকায় যেসব এলাকায় আমাদের প্রবেশ করা উচিত সেখানে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে ইসরায়েলের দাবি, তারা মানবিক সহায়তা প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ করেনি। বরং, এটি সংস্থাটির বিতরণের সমস্যা।

গাজায় খাদ্য, পানি ও ওষুধের ঘাটতির পর এবার কাফনের কাপড়ের সংকট

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত স্ত্রীর সাদা কাফনের ওপর স্বামী লিখেছেন, 'আমার জীবন, আমার চোখ, আমার আত্মা।' তার শোকাহত ছেলে মায়ের কাফনের কাপড়ে লিখেছে, 'আমার মা এবং সবকিছু।' ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় পশ্চিমা সমর্থিত ইসরায়েলের চালানো গণহত্যায় নিহত ২১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির মধ্যে একজন ছিলেন ওই নারী। গত ১২ সপ্তাহে সাদা কাপড়ের টুকরাগুলো ইসরায়েলের হামলায় বেসামরিকদের মৃত্যুর প্রতীক হয়ে উঠেছে। অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে খাদ্য, পানি ও ওষুধের যখন তীব্র সংকট চলছে, তখন মৃত ফিলিস্তিনিদের মোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত সাদা কাফনের সরবরাহ রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। প্রতিদিনই নিহত শত শত ফিলিস্তিনিকে দাফন করছেন স্বজনরা। সব কাফন প্রেমময় শব্দ বহন করে না। কারণ, নিহতদের মধ্যে অনেককে তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা যাচ্ছে না। এই ধরনের ক্ষেত্রে কাফনগুলোতে 'অজ্ঞাতনামা পুরুষ' বা অজ্ঞাতনামা নারী' লেখা হচ্ছে। কবর দেওয়ার আগে এই মৃতদেহগুলোর ছবি তুলে রাখা হচ্ছে এবং হামলার তারিখ ও স্থান নথিভুক্ত করা হচ্ছে যাতে আত্মীয়রা পরে তাদের শনাক্ত করতে পারে।
সংঘাতের তীব্রতা এভাবে বাড়তে থাকলেও আরব সরকার এবং দাতব্য সংস্থাগুলোর কল্যাণে কাফনের কাপড়ের সরবরাহ চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলবে বলে আশা করা হয়েছিলো। কিন্তু মৃতের সংখ্যা ভয়াবহ হারে বেড়ে যাওয়ায় হঠাৎ করেই কাফনের কাপড় প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়। আবু ইউসুফ আল নাজ্জার হাসপাতালের পরিচালক মারওয়ান আল-হামস বলেন, 'আপনারা জানেন, গাজা উপত্যকায় অবরোধ রয়েছে এবং সেখানে কোনো উপকরণ নেই, তাই আমাদের ছুরি, কাঁচি ও তুলা পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এত বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে যে কখনও কখনও দান করা কাফন যথেষ্ট হয় না। কখনো কখনো পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে এক কাফনে মুড়ে দিতে হয়।' তিনি আরো বলেন, কাফনের কাপড়ের স্বল্পতা দেখেই গাজার পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা ধারণা করা যায়। দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফাহর একটি হাসপাতালের একজন চিকিৎসক বলেন, 'আরব দাতাদের কাছ থেকে কাফনগুলো সাবান, সুগন্ধি, তুলা এবং ইউক্যালিপটাস দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় আসে।'

স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে জীবন্ত ঈগল পাখি নিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে

আলবেনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্টকে গৃহবন্দি করার নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতির অভিযোগে আলবেনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে সালি বেরিশাকে গৃহবন্দি করার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। তার বিরুদ্ধে কৌঁসুলিদের অভিযোগ, ২০০৫ ও ২০০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে ক্ষমতায় থাকাকালে বেরিশা তার মেয়ের স্বামীর নামে রাষ্ট্রীয় জমির বেসরকারীকরণ করেছিলেন। তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বেরিশা। ৭৯ বছরের বেরিশা আলবেনিয়ার অন্যতম বড় বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান।
আদালতের সিদ্ধান্তের পর বেরিশার আইনজীবী জেনস গোজাকুতাজ বলেছেন, আদালত রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন গ্রহণ করেছেন। এরপর বেরিশাকে গৃহবন্দী করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিনি দেশ ছাড়তে পারবেন না। বেরিশা এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন।
বেরিশা অনেক অভিযোগ করেছেন, বিরোধী মত দমনের জন্য আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইডি রামা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করেছেন। আদালতের রায়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক বার্তায় বেরিশা বলেন, গৃহবন্দী হলেও পুলিশ থাকলে বা না থাকলেও কেউ তাকে সমর্থকদের থেকে আলাদা করতে পারবে না। বেরিশা ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যে সব মুসলিম দেশের জন্য ভিসানীতি সহজ করছে যুক্তরাজ্য

আপনজন ডেস্ক: বেশ কয়েকটি আরব মুসলিম দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসানীতিতে বড় পরিবর্তন এনেছে যুক্তরাজ্য। এসব আরব দেশের নাগরিকদের যুক্তরাজ্য প্রবেশে আর ভিসার প্রয়োজন হবে না। আগামী বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে এই সুবিধা চালু করবে ব্রিটিশ সরকার। খবর জিও নিউজের। মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) সদস্য ছয় দেশ–সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন– এবং জর্ডানের নাগরিকদের এই সুবিধা দেবে যুক্তরাজ্য। এসব দেশের নাগরিকরা যেন সহজে যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করতে পারে সে জন্যই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ব্রিটিশ সরকার। ফলে আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের জন্য তাদের শুধু একটি ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন (ইটিএ) লাগবে। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারের নাগরিকরা আগে থেকেই ভিসা ছাড়া যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন। তাদের জন্য ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে এই সুবিধা চালু করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মাত্র ১০ ইউরো দিয়ে এসব দেশের নাগরিকরা যুক্তরাজ্যে যেতে ট্রাভেল পারমিটের আবেদন করতে পারবেন। এই অনুমতি নিয়ে তারা দুই বছর পর্যন্ত ইউরোপের এই দেশে অবস্থান করতে পারবেন। এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সীমানা ডিজিটাল ও পর্যটকদের অভিজ্ঞতা উন্নয়নের ঘোষণা দেয় ব্রিটিশ সরকার। এই ঘোষণার অংশ হিসেবে জিসিসির ছয় দেশ এবং জর্ডানের জন্য এই সুবিধা চালু করা হলো।

পরমাণু অস্ত্র গর্জে উঠবে, হুঁশিয়ারি কিমের

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যেকোনো ধরনের পুনঃএকত্রীকরণ বা আপোসের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন। একইসঙ্গে তিনি ওয়াশিংটন ও সিউলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, সম্ভাব্য যেকোনো 'সামরিক সংঘাতে' তার দেশ 'কঠিন পদক্ষেপ' নিতে মোটেও দ্বিধা করবে না। কোরিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা কেসিএনএ এ তথ্য জানিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৮ মি.

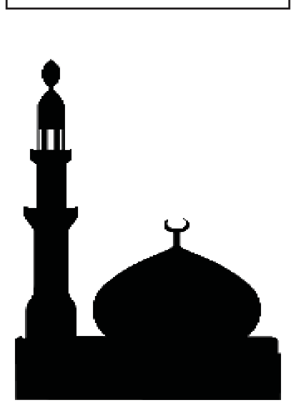

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫১	৬.১৭
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৩.২৭	
মাগরিব	৫.০৮	
এশা	৬.২৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

মিজোরাম পালিয়ে গেছেন মিয়ানমারের ১৫১ সেনা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের অন্তত ১৫১ জন সেনা মিজোরামের লংতলাই জেলায় পালিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছে আসাম রাইফেলসের এক কর্মকর্তা। শনিবার ওই কর্মকর্তা বলেন, আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে মিয়ানমারের সেনা চৌকি আরাকান আর্মির যোদ্ধাদের দখলে যাওয়ার পর শুক্রবার লংটলাই জেলার তুইসেনতলাংয়ে পালিয়ে যায় মিয়ানমারের সেনারা। তারা আসাম রাইফেলসের কাছে অস্ত্র নিয়ে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়। ওই কর্মকর্তা বলেন, গত কয়েকদিন ধরে ভারতীয় সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মির যোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র লড়াই চলছে। আসাম রাইফেলসের কর্মকর্তা বলেন, শুক্রবার মিজোরামে প্রবেশ করা মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য গুরুতর আহত অবস্থায় ছিলেন। আসাম রাইফেলস তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। তিনি বলেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সেনারা এখন মিয়ানমার সীমান্তের কাছে লংটলাই জেলার পারভায় আসাম রাইফেলসের নিরাপদ হেফাজতে রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিয়ানমারের সামরিক সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। কয়েকদিনের মধ্যেই মিয়ানমারের সেনাদের তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মালি থেকে সব সেনা সরিয়ে নিল জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি থেকে দীর্ঘ এক দশক পর জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে থাকা সব সেনাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। দেশটিতে এখনো ক্রমবর্ধমান সংকট থাকলেও জান্তা সরকার মিশনের উপস্থিতি চাইছে না। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, সশস্ত্র বিদ্রোহীদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় ২০১৩ সালে দেশটিতে শান্তিরক্ষী মোতায়েন করে জাতিসংঘ মিশন। এই এক দশকে ৩১০ শান্তিরক্ষী প্রাণ হারিয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের প্রধান এল-ঘাসিম ওয়ান জানান, তারা অনেক কিছু করেছেন তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। একটি রেকর্ড করা বিবৃতিতে তিনি বলেন , আমাদের যা করতে আদেশ করা হয়েছিল এবং আমরা যা করছি তার মধ্যে ব্যবধান ছিল। গত বছর মালির নিয়ন্ত্রণ নেয় সামরিক নেতৃত্ব। এরপর দেশটি থেকে ফ্রান্স তার সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। মালি একসময় ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। ইতিমধ্যে মালির সামরিক নেতৃত্ব দেশটিতে রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়াগনার গ্রুপের যোদ্ধাদের নিয়ে যাওয়া হয়। ওয়াগনারের এক হাজারের মতো যোদ্ধা রয়েছে মালিতে।
এর আগে মালি সরকার জানায়, জাতিসংঘের ১২ হাজার শান্তিরক্ষীকে তাদের দেশ ছাড়তে হবে। গত কয়েক মাস ধরেই ধাপে ধাপে সেনা সরিয়ে নিচ্ছিল জাতিসংঘ। কথা ছিল, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই সব সেনা সরিয়ে নেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি রঞ্জন হালদার (Ranjan Haldar) ওরফে রঞ্জন মজুমদার, পিতা মৃত সুধীর হালদার, (Sudhir Haldar), সাং- চাক দিয়ারপাড়া, পোস্ট - চাক ইসলামপুর, থানা - ইসলামপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, গত ইংরেজি- ১০/১১/২০২৩ তারিখে যখন আমি আমার জমির দলিল যার Deed No I 2118 / 1997 Regd. at A.D.S.R. Goas Dated 15//2000 যখন আমি খোঁজ কোরি তখন উক্ত দলিলটি আমি পাই না, তাই আমি থানাই একটি G.D. করি এবং বহরমপুর কোর্টে একটি নোটারি করাই।
আমার বিনীত নিবেদন এই যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি দলিলটি পেলে, আমার ঠিকানায় ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ০১ সংখ্যা, ১৫ পৌষ ১৪৩০, ১৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

বোবার শত্রু নাই

এক প্রজাতির পাখি হঠাত্ বোবা হইয়া গিয়াছে। পাখিটির নাম রিজেন্ট হানিইটার। আহা মধু যাহারা খায়, তাহারা কেন কণ্ঠহারা হইবে? পাখিরা তো কিচিরমিচির করিবে, গান গাহিবে। কবি বলিয়াছেন–'একবার ভেবে দেখ ভেবে দেখ মন/ পৃথিবীতে পাখি কেন গায়।'

পাখি কেন গান গায়–ইহার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা অনেক পূর্বেই দিয়াছেন। পাখিরা তাহাদের কূজন কিংবা গানের মাধ্যমে তথ্যের আদানপ্রদান করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিপত্সংকেত, অনুরাগ, প্রেম এবং বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু কোনো এক প্রজাতির পাখি যদি গান গাওয়া ভুলিয়া যায়–তাহা হইলে ইহার নেপথ্য বিপদের ইতিহাস জানিতে হইবে। রিজেন্ট হানিইটার ছিল গায়ক পাখি। গবেষণায় বলা হইয়াছে, গান ভুলিয়া যাওয়ার কারণে তাহারা বিপন্নও হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, গান ভুলিয়া যাওয়ার জন্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, নাকি বিপন্ন হইবার কারণে তাহারা গান ভুলিয়া গিয়াছে? এই প্রশ্নে পরিবেশ-প্রতিবেশের বিপন্নতার কথাই সকলের পূর্বে আসিবে। সেই দিকে ব্যাখ্যা করিবার মতো অনেক কিছুই রহিয়াছে। আমরা এই ক্ষেত্রে বুঝিয়া দেখিতে পারি, একটি প্রজাতি মূক বা বোবা হইয়া গেলে, কথা বলিতে ভুলিয়া গেলে কীভাবে তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিছুদিন পূর্বে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে রিজেন্ট হানিইটার পাখির ব্যাপারে বলা হইয়াছে, এই পাখি একসময় দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় বিপুলসংখ্যায় বসবাস করিলেও এখন মাত্র তিন শতের ঘরে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টভাবেই তাহারা এখন পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার প্রহর গুনিতেছে। তাহা হইলে সমীকরণটি এইরকম দাঁড়াইল, কেহ যখন কথা বলিতে ভুলিয়া যায় তখন তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিংবা বলা যায়, বিপন্ন হইয়া পড়িলে কথা বলা ভুলিয়া যাইতে হয়। আর তখন তাহাদের বিলীন হইয়া যাওয়াটাও কেহ আটকাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন–'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,/ হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।' তাই, তো; পাখি গান বন্ধ করিলে রাখাল তো বেণু বাজাইতেই পারে; কিন্তু এই বেণু বাজাইবার মতো রাখাল তো থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে কবির কথা অনুযায়ী মধ্যদিনেই নামিয়া আসিবে শ্মশান নীরবতা।

এখন আমরা খুব সহজেই বুঝিতে পারি, কূজন কিংবা গানের মাধ্যমে পাখিরা যেইভাবে নিজেদের টিকাইয়া রাখে, সেই পাখিরাই যদি মূক হইয়া পড়ে, গান গাইতে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা রিজেন্ট হানিইটারের মতো হইবেই। মানবজীবনও কি একই রকম নহে? কোনো জাতি যদি তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, তবে তাহারা কি ক্রমশ বিপন্ন হইয়া পড়িবে না? কিংবা উলটা করিয়া বলিতে পারি, কোনো জাতি যদি অন্তঃসলিলার মতো তলে তলে বিপন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে কি তাহারা কথা বলিবার ক্ষমতা ক্রমশ হারাইয়া ফেলিবে না? কোথাও যদি তৈরি হয় এমনই পরিবেশ, যেইখানে কথা বলার চাইতে চুপ থাকাটাই শ্রেয়–সেইখানে কি রিজেন্ট হানিইটার পাখির মতো মানুষও ক্রমশ মূক বা বোবা হইয়া যাইবে? আমাদের এইভাবে অনেক জিজ্ঞাসার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে রিজেন্ট হানিইটার পাখি।

তাহা হইলে এত কিছু না ভাবিয়া আমরা কবিগুরুর 'অনন্ত জীবন' কবিতার মতো বলিতে পারি–'অধিক করি না আশা, কীসের বিষাদ/ জন্মেছি দুদিনের তরে,/ যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে/ গান গাই আনন্দের ভরে।' সুতরাং আমাদেরও বুঝিতে হইবে–সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে সকলকেই যাইতে হইবে। যাহা মনে আসে, তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া কী লাভ? বোবা থাকিয়াও কি খুব অধিক লাভ আছে? কথায় বলে–বোবার শত্রু নাই; কিন্তু মিত্রও তো নাই। বরং বোবায় আছে বিপন্নতা–রিজেন্ট হানিইটার পাখির মতো। সুতরাং রিজেন্ট হানিইটার পাখি হইতে শিখিবার আছে অনেক কিছু।

●●●●●●●●●●●●

ইউক্রেনে অভ্যুত্থান ঘটানো ছাড়া আমেরিকার সামনে পথ নেই

বাইডেন প্রশাসনে এ বিষয়ে ঐকমত্য বাড়ছে যে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ ঝুলে গেছে। এ ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় আসা প্রয়োজন। বিষয়টিকে এখন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের 'দীর্ঘদিনের প্রস্তাবিত' নীতি হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। কিন্তু সত্য এর পুরো উল্টোটা। বাইডেন প্রশাসনই রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো ধরনের শান্তিচুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা তৈরি করেছে। বাইডেন ও তাঁর সঙ্গীরা জেলেনস্কিকে একই কারণে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন। লিখেছেন **স্টিফেন ব্রায়েন**।

বাইডেন প্রশাসনে এ বিষয়ে ঐকমত্য বাড়ছে যে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ ঝুলে গেছে। এ ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় আসা প্রয়োজন। বিষয়টিকে এখন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের 'দীর্ঘদিনের প্রস্তাবিত' নীতি হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। কিন্তু সত্য এর পুরো উল্টোটা। বাইডেন প্রশাসনই রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো ধরনের শান্তিচুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা তৈরি করেছে।

বাইডেন ও তাঁর সঙ্গীরা জেলেনস্কিকে একই কারণে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন। জেলেনস্কি এক বছরের বেশি সময় আগে পার্লামেন্টে এই আইন পাস করেন যে যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করা তাঁর জন্য আইনসম্মত হবে না। বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা দলেরও একই মতামত।

যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর দেশগুলো ইউক্রেনকে প্রচুর পরিমাণে সমরাস্ত্র, সাঁজোয়া যান ও গোলাবারুদ দিয়ে আসছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য জোগানোর পাশাপাশি সেনাদের প্রশিক্ষণও দিচ্ছে তারা। যুদ্ধক্ষেত্রে উপদেষ্টাও পাঠিয়েছে। তাদের কয়েকজন এর মধ্যে হতাহতও হয়েছেন। যদি খবর সত্যি হয়, তাহলে ২৭ ডিসেম্বর রুশ বাহিনী ইউক্রেনের খেরসনে একটি ট্রেন ডিপোতে রকেট হামলা করলে ইউক্রেনের ৬০ জন সেনা ও পুলিশের সঙ্গে যুক্তরাজ্য থেকে আসা প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের চারজন পরিচালক নিহত হয়েছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী পরাজয়ের মুখে পড়তে চলেছে। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সবখানেই ইউক্রেনীয় বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে। রুশ বাহিনী দনবাস অঞ্চলে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম মারিনকা থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে। জাপোরোঝঝিয়া অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বাখমুত ও আভদিভকা অঞ্চলের গ্রামগুলো থেকেও ইউক্রেনীয় বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে রুশ বাহিনী।

ইউক্রেনীয় বাহিনীর কমান্ডার ভ্যালেরি জালুঝনি মনে করছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আভদিভকা শহরের পতন হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইউক্রেনীয় বাহিনী সেখান থেকে খুব দ্রুত নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবে কিংবা আত্মহননের মতো করে হামলা করে আভদিবকা শহর দখলে নেওয়ার চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না।

অন্যদিকে ইউক্রেনের রাজনীতিতে ফাটল ক্রমেই বাড়ছে। দুইবার ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন ইউলিয়া তিমোশেঙ্কো। বর্তমান সংসদে তিনি পিতৃভূমি দলের সংসদ সদস্য। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ন্যাটোর সদস্য হোক ইউক্রেন, এ ধারণার একজন জোরালো সমর্থক তিনি। সেই তিমোশেঙ্কো বলেছেন, তাঁর দেশ একেবারে মুমূর্ষু দশায় এবং পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইউক্রেনের রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা এ ধরনের কথা বলেন, তাঁদের হয় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, অথবা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পেট্রো পোরোশেঙ্কোকে সীমান্ত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থা। আর জেলেনস্কিকে যাঁরা অতিক্রম করতে চাইছেন, তাঁদের ভাগ্যে আরও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে। সম্প্রতি ইউক্রেনের রাজনীতিবিদ আলেকসান্দ্রার দুবিনিস্কির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই অভিযোগ শুধু তাঁর একার বিরুদ্ধে আনা হয়নি।

যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনা বেড়ে চলায় ইউক্রেনীয় বাহিনী ব্যাপক জনবলসংকটে পড়েছে। সেনাবাহিনীতে ৫ লাখ নতুন লোকবল নিয়োগের আদেশ কে দিয়েছেন, তা নিয়ে গত সপ্তাহে জালুঝনি ও জেলেনস্কির মধ্যে কথার যুদ্ধ হয়ে গেল। সেনাপ্রধান বলেছেন, তিনি কখনোই ৫ লাখ সেনা নিয়োগের প্রস্তাব দেননি। আর প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সেনাবাহিনী তাঁকে অতিরিক্ত ৫ লাখ লোক নিয়োগের কথা বলেছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে সংখ্যা কত, বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। এখানে মূল বিষয়টি হলো, সেনা নিয়োগের জন্য ইউক্রেন যে জবরদস্তিমূলক কৌশল বেছে নিয়েছে। রাস্তা কিংবা বাসাবাড়ি, গাড়ি কিংবা ক্লাব, পালানোর সময় সীমান্ত থেকে ধরে কিংবা অন্য যেকোনো জায়গায় পাওয়া যাক না কেন, সেনাবাহিনীতে এভাবেই লোক নিয়োগ করা হচ্ছে।

ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থতা–এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য যে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ হচ্ছে, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী–যে কাউকে ধরে যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে। এ ঘটনা অনিবার্যভাবেই জেলেনস্কির প্রতি মানুষের সমর্থন একেবারে তলানিতে নিয়ে আসবে। বিশেষ করে কিয়েভ, ওদেসা ও খারকিভের মতো বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রে সেটা ঘটবে।

সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য বছর বয়স ঠিক করা হয়েছে ১৮-৬০ বছর। কিন্তু বড়দিনের ভোজসভায় আসা সেনাদের যে ছবি ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা মূলত মধ্যবয়সী ও বয়স্ক; তরুণদের সংখ্যা হাতেগোনা। জালুঝনি এ বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, বয়স্ক সেনারা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারেন না। কেননা, তরুণ সেনাদের তুলনায় তাঁদের শারীরিক শক্তি অনেক কম। আরও খারাপ বিষয় হচ্ছে, অনেকে এখন আর সেনাবাহিনীতে কাজ করতে চাইছেন না।

সেনাবাহিনীতে জোর করে নিয়োগের এই ঘটনায় ইউক্রেনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর (এ কারণেই জেলেনস্কি জালুঝনিকে দোষারোপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন) নেতিবাচক রাজনৈতিক প্রভাব ফেলছে। এ ঘটনার প্রভাব ইউক্রেনের বাইরেও পড়ছে। কেননা, সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগের জন্য যে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, সে বয়সী ইউক্রেনীয়দের অনেকে এখন ইউরোপের অনেক দেশে বাস করছেন। ইউক্রেন চাইছে জোর করে তাঁদের ফিরিয়ে আনতে। এস্তোনিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এস্তোনিয়া ১৮-৬০ বছর বয়সীদের ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। ইউরোপের অন্যান্য দেশও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।

ইউক্রেন সরকার বলছে, এ বয়সীদের কেউ যদি সেনাবাহিনীতে না আসেন, তাহলে তাঁকে বড় অঙ্কের জরিমানা গুনতে হবে এবং তাঁদেরকে সর্বোচ্চ আট বছর জেল খাটতে হবে।

ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থতা–এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য যে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ হচ্ছে, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী–যে কাউকে ধরে যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে। এ ঘটনা অনিবার্যভাবেই জেলেনস্কির প্রতি মানুষের সমর্থন একেবারে তলানিতে নিয়ে আসবে। বিশেষ করে কিয়েভ, ওদেসা ও খারকিভের মতো বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রে সেটা ঘটবে।

নতুন এই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করে সেনাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। কিন্তু তত দিনে ইউক্রেনীয় বাহিনীর রুশ বাহিনীর কাছে আরও অনেক পরিমাণ ভূমি হারিয়ে ফেলবে।

যুদ্ধের এই অবস্থায় এসে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ছাড়া রাশিয়া কোনো ধরনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যাবে না। কেননা, তাতে পুতিনের গ্রহণযোগ্যতায় ধস নামবে। অন্যদিকে জেলেনস্কিও রাশিয়ার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্তে যেতে রাজি নয়।

ওয়াশিংটন যদি সত্যি সত্যি কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চায়, জেলেনস্কিকে দিয়ে সেটা করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের হাতে একটাই বিকল্প থাকবে। সেটা হলো ইউক্রেনে অভ্যুত্থান ঘটানো এবং জেলেনস্কির পরিবর্তে এমন কাউকে আনা, যিনি কিনা রাশিয়ার সঙ্গে মীমাংসায় যেতে আগ্রহী।

স্টিফেন ব্রায়েন সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ ফেলো
এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

গাজা যখন এতিমের শহর

আবু বাকের আবেদ

এক মাস আগে গাজার আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে আনা হয় নয় বছর বয়সী রাজান শাবেতকে। মাথায় গুরুতর আঘাত, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণও হয়েছে। ভেঙে গেছে পা ও হাত। অচেতন অবস্থায় আনা হয় তাকে হাসপাতালে। তার পরিচয় কেউ জানে না। ফলে প্রথম চার দিনের জন্য সে ছিল অজ্ঞাতনামা। আর অজ্ঞাতনামাদের তালিকায় তার নম্বর ছিল ১০১ নম্বর।

আজ (৩০ ডিসেম্বর) সে জরুরি চিকিৎসা শেষে ছাড়া পেয়েছে। তবে তার ঠাঁই হয়েছে হাসপাতালের কম্পাউন্ডে একটি তাঁবুতে। হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সেরা এখনো বলতে সাহস পাচ্ছে না, তার মা-বাবা কেউই বেঁচে নেই।

রাজান হাসপাতালে আসার পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে তার সম্পর্কে জানার চেষ্টায় থাকেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁরা বের করেন যে, সে আর তার পরিবার নুসেইরাত শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলার শিকার হয়েছিল। উত্তর গাজার তুফাহ এলাকা থেকে এই পরিবারের ঠাঁই হয়েছিল সেই শরণার্থীশিবিরে। এখন রাজানই পরিবারটির একমাত্র জীবিত সদস্য।

পঞ্চম দিনে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই রাজান তার মা-বাবাকে খোঁজা শুরু করে। আল-আকসা শহীদ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ইব্রাহিম মাত্তার বলেন, 'আমরা সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম, একটি শিশুর কাছ থেকে। সে জানতে চায়, তার মা বা বাবা কোথায়? অথচ তাঁরা নিহত হয়েছেন। যখন রাজান তার মা-বাবার কথা জানতে চাইল, আমি তখন চুপ মেরে গেলাম। মাত্তার বলছিলেন, 'সে বেশ বুদ্ধিমান, দারুণ এবং খুব সুন্দর। সে জানে না তার পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। সে বিশ্বাস করে তারা সবাই ভালো আছে। তার ঠিকঠাক চিকিৎসার জন্য আমরা তাকে সত্যটা বলতে পারি না।

৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি বিমান হামলা ও হানাদার বাহিনীর দ্বারা ৮২০০ এরও বেশি শিশু নিহত হয়েছে। আরও অনেকে আহত হয়েছে এবং বেশির ভাগই মারাত্মক আহত। কেউ কেউ মা-বাবা উভয়কেই হারিয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে গোটা জ্ঞাতি গোষ্ঠীকেই হত্যা করা হয়েছে। এখন যেসব চিকিৎসক তাদের যত্ন নিচ্ছেন তাঁরা জানেন না, এই শিশুদের নিয়ে তাঁরা কী করবেন, তাদের যে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

ডা. মাত্তার জানান, বিমান হামলা ও অন্যান্য হামলায় শিকার হয়ে যাদের হাসপাতালে আনা হচ্ছে তাদের মধ্যে শিশুর অনুপাত বাড়ছে এবং তাদের যত্ন নেওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, 'রাজান মাঝরাতে চিৎকার করে কান্না করে উঠছিল, যখন অন্য সব চিকিৎসাধীন আহতরা ঘুমিয়েছিল। সে ব্যথানাশক ওষুধ ছাড়া ঘুমাতে পারত না তাই তাকে আমাদের অতিরিক্ত ডোজ ব্যথানাশক দিতে হয়েছিল। তার ব্যথা ভুলিয়ে দিতে রাতের বেলা আমি তাকে গল্প বলে শোনাতাম।' সব কিছু হারানো এসব শিশুদের প্রচণ্ড ব্যথা থেকে শান্ত রাখার একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠেছে ব্যথানাশক ওষুধ। তবে এটি কোনোভাবে যথার্থ পন্থা নয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ওষুধ পাওয়া যায় না, ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্কদের ডোজই তাদের দিতে হচ্ছে। মাত্তার জানালেন, এর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন তিনি।

গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ স্কুল ও হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ তারা মনে করে, তাদের বাড়ি থেকে এখানে অন্তত নিরাপদে থাকতে পারবে। এ ছাড়া বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই। প্রতিদিন অনেক আহত শিশুর আগমন ঘটছে হাসপাতালগুলোতে। হাসপাতালগুলোই এখন তাদের জন্য প্রকৃত ঘরবাড়ি হয়ে ওঠেছে। কারণ তাদের সঙ্গে মা-বাবা বা পরিবার নেই।

নভেম্বরে দেইর এল-বালাহ এলাকায় একটি বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় এক পরিবারের ৫৮ সদস্য নিহত হন। সেখানের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় পরিবারটির একমাত্র জীবিত সদস্য মাত্র পাঁচ দিন বয়সী শিশু হাসান মেশমেশকে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সে এখন আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে আছে।

হাসপাতালটির একজন নার্স ওয়ারদা আল আওয়াদা বলছিলেন, পুরো নার্স ইউনিট হাসানের দেখভাল করে। সেসব নার্সের মধ্যে ওয়ারদাও একজন। তিনি বলেন, 'সে যে নিরাপদে আছে, সেটিই আমরা তাকে বুঝতে দিতে চাই। চিকিৎসার ফলে সেও ভালো হয়ে উঠছে।' হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশেষে শিশুটির দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে। সেই আত্মীয় ৫৪ বছর বয়সী মোহাম্মদ মেশমেশ হাসপাতালে আসেন হাসানকে দেখতে এবং তার যত্ন নিতে সাহায্য করেন। হাসপাতালটিতে আসা পরিবার হারানো আরেক শিশু হলো মোতাজ আবু-ঈসা, যার বয়স সাত বছর। সম্প্রতি তাকে জরুরি চিকিৎসা সেবা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোমর, পা ও হাত ভাঙা নিয়ে সে বিশ দিন কাটিয়েছে হাসপাতালে। ইসার বেঁচে থাকা একজন স্বজন মোহাম্মদ আবু ঈসা বলেন, সে তার গোটা পরিবারকে হারিয়েছে। এখন তার দায়িত্ব নেওয়ার মতো আমিই আছি। সে দিনে একবার মাত্র খাবার খেতে পারছে, কিছু রুটি আর টমেটো। সে এখন অপেক্ষা করছে, কখন যুদ্ধ শেষ হবে, তখন সে আরব আমিরাতে তার চাচাদের কাছে চলে যাবে। তার গভীর প্রত্যাশা, অচিরেই এই যুদ্ধের অবসান হবে।

আবু বাকের আবেদ আলজাজিরার সাংবাদিক।
আলজাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

‘কেন লিখব, কিভাবে লিখব’ বিষয়ে সেমিনার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট
আপনজন: রবিবার বই মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো ‘কেন লিখবো-কিভাবে লিখব’ বিষয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) এর তত্ত্বাবধানে চলে এই বিশেষ আলোচনা সভা। পুরো বিষয়টি অত্যন্ত সুচারুরূপে উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন তিনি।
উল্লেখ্য, লেখালেখির বিষয়ে নতুন প্রজন্মের জন্য প্রাণোদনা সৃষ্টি করতে না পারলে স্থবির হয়ে যাবে সাহিত্যে সৃষ্টির সম্ভাবনা। কোন কিছু লিখতে যাবার আগে যেটা সর্বদাই আমাদের মনে আসে-কেন লিখবো? কি ভাবে লিখব? তাইতো অনেকেই যথেষ্ট প্রতিভাবান হয়ে থাকলেও , শুধুমাত্র সঠিক পন্থা না জানার কারণে লেখালিখি’র জগত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। আর এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই এবারের বইমেলা কমিটির তরফে লেখালেখির ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে বেশি করে উদ্বুদ্ধ করতে এই বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে এদিনের সেমিনারের প্রধান বক্তা তথা জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র জানান, ‘ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই হয়তো শিখতে চায়, লিখতে চায় । তাদের অনেকেই হয়তো জানে না কিভাবে লিখবে ? হয়তো তাদের মধ্যে সেই ক্ষমতাটি রয়েছে । কিন্তু তারা কেন লিখবে সেই বিষয়টি বুঝে উঠতে পারে না। তাই ‘কেন লিখবো-কিভাবে লিখব’ এই বিষয়ের উপরে আজকের একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল বইমেলা কমিটির তরফে।’ পাশাপাশি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আরো জানান, ‘আগামী ১- ৪ তারিখ পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি ওপেন টু অল লেখার প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে । সেখানে অংশগ্রহণ করবে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা। পাশাপাশি, অনুগল্প এবং কবিতা লিখনের একটি প্রতিযোগিতা হবে। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাদের লেখা ভালো হবে তাদের লেখা ‘স্মরণিকাতে’ স্থান পাবে।

‘ন্যাক’ মূল্যায়ণে ভালো ফল করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ডিগ্রি কলেজগুলি, অনেকেই পেল ‘এ+’ গ্রেড

শেখ কামাল উদ্দীন ● বারাসত
আপনজন: বছরটা শুরু হয়েছিল হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয় দিয়ে। বছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসের ৮ ও ৯ তারিখে সুন্দরবনের প্রান্তিক এই কলেজে প্রথমবারের জন্য ন্যাক টিম পরিদর্শন করতে আসেন। প্রথমবার ফলাফল ভালো না হলেও ন্যাকের বিচারে উত্তীর্ণ হয়। আর বছরটি শেষ হয় ‘হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন’এর ফল প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। দক্ষিণেশ্বরের ‘হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন’ ন্যাকের বিচারে এ বছর ‘এ+’ গ্রেড পায়। গতবছর এই কলেজ ‘বি++’ গ্রেড পেয়েছিল। কলেজের অধ্যক্ষ ড. সোমা ঘোষ ন্যাকের মূল্যায়ণে এই উত্তরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমকে ধন্যবাদ জানান। ‘পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ বারাসাতের অধীন একাধিক কলেজ গত বছর ন্যাকের বিচারে ভালো ফলাফল করেছে। তার মধ্যে অন্যতম মধ্যমগ্রামের ‘বিবেকানন্দ কলেজ’। তারাও ২০২৩ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য ন্যাকের বিচারে ‘এ+’ গ্রেড পায়। অধ্যক্ষ ড. চন্দন চক্রবর্তী জানান, ‘২০০২ সালে তিনি যখন এই কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন তখন কোনো বিষয়ে অনার্স ছিল না। মাত্র ৩৬৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়তেন।’ তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় ২০২৩ সালে বারোটা বিষয়ে অনার্স, তিনটে করে বিষয়ে রেগুলার এবং ডিসটেন্সে মাস্টার্স পড়ানো হয়। এখন ওই কলেজের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪৫০০ যার মধ্যে ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী সংখ্যালঘু পরিবার থেকে আসেন এবং পড়ুয়াদের মধ্যে মোট ৫৫ শতাংশ ছাত্রী। বেলঘরিয়ার ‘ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ’এ গত বছর তৃতীয়বারের জন্য ন্যাকের টিম পরিদর্শনে আসেন। তাদের এবারের গ্রেড ‘এ+’। গতবার ছিল ‘এ’ । অধ্যক্ষ ড. শুভ্রনীল সোম জানান, ‘গত বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে তিনটি কলেজ ‘এ+’ গ্রেড অর্জন করেছে তাদের মধ্যে ‘ভৈরব গাঙ্গুলী’র সি. জি.পি.এ পয়েন্ট সর্বোচ্চ ৩.৪৭ ।” সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও জানান, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, ই-গভর্নেন্স, শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত গবেষণা, গ্রিন ক্যাম্পাস, প্লাস্টিক বর্জিত ক্যাম্পাসের ফলেই তাঁদের এই সাফল্য। দিল্লীর একটি কলেজ থেকে এসে এবারই তাঁর নেতৃত্বে এই সফলতা অর্জন করায় তিনি অত্যন্ত খুশি। পরিচালন সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষ করে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের তিনি এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান। সামান্য পয়েন্টের জন্য তাঁদের ‘এ++’ গ্রেড হাতছাড়া হওয়ায় অধ্যক্ষের কণ্ঠে কিছুটা আক্ষেপ রয়ে গেছে।

নাগেরবাজারের ‘সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন’ এ বছর তৃতীয় পর্বে ন্যাক করলো। অধ্যক্ষ ড. উর্মিলা উকিল জানান, ‘কলেজের আই.কিউ.এ.সির কোঅর্ডিনেটরের সবাইকে মোটিভেট করে চলতে পারার মধ্যেই এবছরের সাফল্যের কারণ নিহিত রয়েছে। গত বছরের ‘বি++’ থেকে এ বছর ‘এ’ গ্রেডে উন্নীত হতে পেরেছে ‘সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন। জেলা সদর বারাসাতের ‘বারাসাত কলেজ’ (পূর্বতন ‘বারাসাত সান্ধ্য কলেজ’) এও গত বছরের অক্টোবরে ন্যাক টিম পরিদর্শন করে। তারা ‘বি’ গ্রেড পায়। অধ্যক্ষ ড. পার্থপ্রতিম দাশগুপ্ত জানান ‘এটি তাঁদের দ্বিতীয় পর্বের ন্যাক পরিদর্শন। এর আগে ২০০৬ সালে প্রথমবার ন্যাক এই কলেজ পরিদর্শন করেন। সেবারেও তাঁরা ‘বি’ পেয়েছিলন।’ ২০০৬ থেকে ২০২৩ এই দীর্ঘ সময় ন্যাক না হওয়ার কারণ হিসেবে অধ্যক্ষ জানান যে, দীর্ঘদিন প্রিন্সিপাল না থাকা, বহু কাগজপত্র না পাওয়া নিয়মিত ন্যাক পরিদর্শন না করার কারণ। জেলার অন্যতম নবীন কলেজ ‘আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়’ এ বছরই প্রথম ন্যাক করলো এবং প্রথমবারই তাঁরা ন্যাকের বিচারে ‘বি’ গ্রেড অর্জন করে বলে জানান অধ্যক্ষ ড. অনাদি মোহন রায়। এই ফল তাদের আশান্বিত করেছে, ভবিষ্যতে ভালো গ্রেড পাওয়ার ক্ষেত্রে। এই জেলার একটি প্রাচীন কলেজ ‘বসিরহাট কলেজ’-এর অধ্যক্ষ ড. অশোক কুমার মন্ডল এই প্রতিবেদককে জানান, ‘এ বছরের শুরুতেই জানুয়ারির ৮ ও ৯ তারিখে প্রথমবারের জন্য ন্যাক টিম তাঁদের কলেজে পরিদর্শনে আসছেন। ভালো ফলের জন্য তাঁরা সবরকম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই জেলার পি. এন. দাস কলেজে ন্যাক ভিজিট হলেও আরও কিছু ব্যাপারে জিজ্ঞাসা থাকায় তাঁরা পুনরায় জানুয়ারির ১৬ ও ১৭ তারিখে এই কলেজ পরিদর্শনে আসছেন বলে জানান কলেজের অধ্যক্ষ শর্মিলা। ন্যাকের মূল্যায়নে অতীতে এই জেলায় ‘ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ’ ও ‘গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ’ বরাবরই ভালো গ্রেড অর্জন করে এসেছে। পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য তারা কাজ শুরু করেছেন বলে জানান ওই দুই কলেজের অধ্যক্ষ যথাক্রমে ড. মনোজিৎ রায় ও ড. হরেকৃষ্ণ মন্ডল।
এই বছরের শুরুতেই যাতে ন্যাক টিম তাঁদের কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন, সেজন্যে কাগজপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন বলে জানান ‘শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়’ (পূর্বতন ‘শ্রীচৈতন্য কলেজ অফ কমার্স)এর অধ্যক্ষ ড. সুব্রত চ্যাটার্জী। ‘পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’-এর তরফ থেকেও তাদের অধীনস্থ কলেজগুলির ন্যাকের এই সাফল্যের জন্য কলেজগুলিকে অভিনন্দন জানানো হয়। প্রসঙ্গত বিশ্ববিদ্যালয়ের দু’তিনটি কলেজ বাদে সব কলেজে ন্যাক ভিজিট হয়ে গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পেপার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমুলক
আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার অন্তর্গত দোনাচক স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং বনহুগলী যুবক সংঘের সহায়তায় এলাকার বেশ কিছু বিদ্যালয়ের ৫০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ২০২৪ এর মাধ্যমিক ছাত্র ছাত্রীদের রবিবার সকাল ১০ টায় দোনাচক ডি.বি.এম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে এবিটিএ টেস্ট পেপার বিতরণ করা হয় এবং মাধ্যমিকের প্রাক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কীভাবে ছাত্র ছাত্রীরা জীবনের প্রথম পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হবে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা আলোচনা করেন। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে পরীক্ষার খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবগত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলাগেছিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সমরেশ দাস, দোনাচক ডি.বি.এম হাইস্কুলের সহ শিক্ষক অনুপম খালুয়া, পঞ্চায়েত সদস্যা নীলিমা ভৌমিক, সংস্থার সম্পাদক শুভদীপ ভৌমিক, সদস্য বুদ্ধদেব রয়গুপ্ত, পুষ্পেন্দু ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট গুণীজন।

স্বাস্থ্য শিবির ও শীত বস্ত্র বিলি

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা
আপনজন: রবিবার ৫৬ নং ওয়ার্ডের মতিঝিল বড়ুয়া মাঠে মেগা স্বাস্থ্য শিবির ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।
স্থানীয় পুরপিতা ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে এই শিবির হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ডাক্তার শান্তনু সেন,মালা রায়,বিধায়ক দেবাশিস কুমার,পৌরমাতা সবিতা দাস ও পাপিয়া ঘোষ সহ অনেকেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এলাকার ৪০০গরিব মানুষ কে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

দরিদ্রদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রতিষেধক বিষয়ক কর্মশালা ‘ইমসচ’-এর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সুতাহাটা
আপনজন: দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইমসচ)-এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অধীন অমরশাই, চৈতন্যপুর এবং ‘সুতাহাটা লাবণ্য প্রভা বালিকা বিদ্যালয়’-এ এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার বিষয় ছিল গর্ভবতী মহিলাদের পরিষেবা, কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি, খাদ্য, রিকমেন্ডডেটরি ডায়েটার অ্যালাওয়েন্স (আর.ডি.এ) পরিষেবা, রাতকানা, চিকেন পক্স, নিউমোনিয়া, তীব্র শ্বাস সংক্রান্ত সংক্রমণ, জরায়ুমধ্যস্থ কৃমির জন্মনিরোধক, শিশুদের ভাইরাস জনিত সংক্রমণ প্রতিরোধ, ভাঙ্গা বা ধারালো দাঁতের চিকিৎসা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য, রক্ত, তেজস্ক্রিয় রশ্মি পরীক্ষা, বিনামূল্যে চোখে লেন্স প্রতিস্থাপিত এবং ফ্যাকো, গ্লুকোমা, অ্যামব্রায়োপিয়া, ল্যাসিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রভৃতি। কর্মশালায় ৮২৩ জন কিশোর-কিশোরী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মা ও শিশু অংশ নেয়। মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থার (আইডিআইও) মুখ্যসচিব দেবাশীষ ঘোষ বলেন, স্বাভাবিকভাবে আমাদের পাকস্থলীতে অ্যাসিড নিঃসরিত হয় যা হজমে সাহায্য করে। অ্যাসিডের ক্ষতের হাত থেকে পাকস্থলীকে বাঁচাতে ভেতরের দেওয়ালে শ্লেষ্মা ঝিল্লির (মিউকাস মেমব্রেন) আবরণ থাকে। গ্যাস্ট্রিক গ্লান্ডে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি অ্যাসিড নিঃসরণ হলেই পাকস্থলীর অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়; তখন ওই পর্দায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই রোগের মুল কারণ হিসাবে গ্যাস্ট্রোইসৌফেজিয়াল রিফ্লাক্স - ডিজিজ বা সংক্ষেপে গার্ডকে দায়ী করা হয়। বুক জ্বালা পোড়ার সাথে সাথে অনেকেরই বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে। ব্যথার প্রচণ্ডতা এতোটাই হতে পারে যে হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগ হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব দেবাশীষ ঘোষ, মিশনের সভাপতি মলি বাগচী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মন্দাভিয়া, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, ডা. শতরূপা বসু, ডা. প্রলয় আচার্য্য, ভেষজ রসায়নবিদ রাজীব মণ্ডল, শম্ভুনাথ বেরা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব রাজেশ ভূষণ, শ্রীমৎ স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী শিবারূপানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

জেলা পরিষদের নাম করে টোল তোলার অভিযোগ মল্লারপুরে

আজিম শেখ ● মল্লারপুর
আপনজন: অনুব্রত মণ্ডল গ্রেপ্তারের পর এক সময় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের নজরে ছিলো বীরভূম জেলা। গরুপাচার মামলায় তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে তৃণমূলের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতারির পর সিবিআই তৎপরতা আরও বেড়েছিল বীরভূমে। এমন পরিস্থিতিতে জেলায় বেশকিছু টোল আদায়ের কেন্দ্র ভাঙতে শুরু করেছিলো বীরভূম জেলা প্রশাসন। অভিযোগ উঠেছিল ওই সব টোল চালাতেন রাজনৈতিক দলের নেতারা।বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে গোটা বীরভূম জেলা এমন প্রায় ৪০ টির বেশি টোল রয়েছিল। প্রসঙ্গত বীরভূম জেলায় বিভিন্ন বালির ঘাট রয়েছে, বিভিন্ন পাথরের খাদান রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু অবৈধ বলেও অভিযোগ উঠেছে। সব মিলিয়ে এই এলাকা দিয়ে প্রচুর ট্রাক যাতায়াত করে। জেলার সমস্ত অবৈধ টোল বন্ধ হলেও রয়ে গিয়েছে বীরভূম জেলার মল্লারপুর থানার গোয়ালা গ্রামে একটি টোল। যেখানে সমস্ত পাথর বোঝাই লরিতে ১৭০ টাকা দিতে হতো এবং ট্রাকটারে দিতে হতো ৮০ টাকা। বীরভূম জেলা পরিষদের নামে এই টোল ট্যাক্সটিতে রশিদ ছাপিয়ে টাকা তোলা হত দীর্ঘ ১৫

বছর থেকে। যদিও এই টোলটির অর্ডারে লিখা রয়েছে ঠাকুরপোড়া হইতে গনপুর চান্দির মোড়ে রাস্তার টোল। বর্তমানে এই রাস্তাটি মোহাম্মদ বাজার থানা ও রামপুরহাট থানার মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু দীর্ঘ ১৫ বছর থেকে কিভাবে চলছে এই মল্লারপুর থানার গোয়ালা গ্রামে এই টোল। মল্লারপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই টোল কেন্দ্রে একটি নোটিশ জারি করলে তারা নোটিশ ধরতে রাজি হননি। অবশেষে তাদের দেওয়ালে নোটিশটি লাগিয়ে দিয়ে চলে যায় পঞ্চায়েতের কর্মীরা। মল্লারপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শিবনাথ বাগদি জানান কিছুদিন আগে আমাদের কাছে খবর আসে আমাদের পঞ্চায়েতের অধীনে একটা টোল উঠছে । সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে নোটিশ করা হয় এবং তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তাদের কি কাগজপত্র আছে সেগুলো দেখানোর জন্য ।কাগজ পাতি পঞ্চায়েত অফিসে দেখার পরে তারা জানতে পারি যে মল্লারপুর পঞ্চায়েতের আন্ডারে কোনরকম এতিয়ার নেই তাদের টোল তোলার। এবং পঞ্চায়েত থেকে টোল ট্যাক্স বন্ধের জন্য নোটিশ করা হয়। সেই নোটিশ নিতে অস্বীকার করে টোল । তার জন্যই আজ এসে দেওয়ালের নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিতে বাধ্য হয়। গাড়ির ড্রাইভাররা জানান কিসের টাকা নেওয়া হচ্ছে আমরা জানি না এই শুধু শুনেছি বীরভূম জেলা পরিষদের টোল এটা যার স্লিপ কোন জায়গায় কাউকে দেখাতে হয় না কোন চেকিং হয় না। আমরা টোল দিতে অস্বীকার করলে আমাদের উপর চড়াও হয় তারা।

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর
আপনজন: নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক সম্মেলন। রবিবার বিকেলে নলহাটি পূর্ব চক্রের ৪৭ তম বার্ষিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত লোহাপুর জুনিয়র গার্লস স্কুলে । পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড খাইরুল হাসান।সম্মেলন উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা কমরেড গৌতম ঘোষ।সম্মেলনে অসংখ্য জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিন জন শিক্ষক খসড়া প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির বীরভূম জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড মতিউর রহমান। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বীরভূম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কমরেড মুশারফ হোসেন পর্যবেক্ষণ মূলক আলোচনা করেন।সম্মেলনে ২১ জনের চক্র কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলন থেকে পুনরায় মৈমুল হাসানকে সভাপতি ও কাজেম আলিকে সম্পাদক পদে এবারও নির্বাচিত করা হয়।

ব্যাপক ভিড় শুশুনিয়ায়, পাহাড়ে ওঠার হুল্লোড়

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● আপনজন
আপনজন: বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে ব্যাপক ভিড়, পিকনিক, আড্ডা, দেদার খাওয়া দাওয়ার পাশাপাশি বাড়তি পাওনা পাহাড়ে ওঠার অ্যাডভেঞ্চার সঙ্গে সেলফি। শীত কালের শুরুতেই পর্যটকের নজিরবিহীন ভিড় জমল রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র শুশুনিয়াতে। এদিন সকাল সকাল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারে হাজারে মানুষ শুশুনিয়া পাহাড়ে ছুটে আসেন প্রকৃতির মাঝে একটি দিন কাটানোর উদ্যেশ্যে। রাজ্যের পর্যটকদের কাছে চিরকালই অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র গুলির মধ্যে শুশুনিয়া এবং মুকুটমণিপুর। সবুজে ঢাকা শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রকৃতি, সুপ্রাচীন ইতিহাসের যোগ আর স্থানীয় হস্তশিল্পের সম্ভার যুগে যুগে পর্যটকদের টেনে এনেছে এই পাহাড়ে। এদিন দেখা যায় বগডহরা সিদ্দিকীয়া হাই মাদ্রাসার শিক্ষকদের। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম বলেন, সারা বছর শিক্ষা নিয়ে থাকি। একটা দিন বের করে মাদ্রাসার সবাইকে নিয়ে একটু ফ্রেশ হতে এলাম। ভূগোলের এক শিক্ষক বলেন, পাহাড় বিশেষ করে শুশুনিয়া নিয়ে নতুনত্ব কিছু দিতে পারব শিক্ষার্থীদের।

মুফতি লিয়াকত আলির স্ত্রীর দাফন সম্পন্ন

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট আলেম যুগদিয়া হান্নানিয়া মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুফতি লিয়াকাত আলির স্ত্রী শনিবার সন্ধ্যা সাতটার পরে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমার নামজ এ জানাজা যুগদিয়া হান্নানিয়া মাদ্রাসা পার্শ্ববর্তী যুগদিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে রবিবার জোহর বাদ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ এ জানাজায় বিভিন্ন এলাকার বিপুল মানুষ শামিল হন। শরিক হন প্রবীণ আলেম মাওলানা আব্দুল হামিদ কাসেমীও। মরহুমার দাফন সম্পন্ন হয় স্থানীয় কবরস্থানে। মরহুমার দুই পুত্র জাকারিয়া এবং জাহেদ কুরআনে হাফেজ ও মুফতি। মুফতি লিয়াকত আলি তার স্ত্রীর মাগফিরাত কামনায় দোয়ার আবেদন করেন।

পুনর্নির্মিত মসজিদের উদ্বোধনে সিদ্দিকুল্লাহ

সামসুল আলম ● বর্ধমান
আপনজন: বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার বেরেন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সিলুট গ্রামে পুনঃনির্মিত জামে মসজিদের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ইসলামিক শিক্ষা ও পাশাপাশি প্রথাগত শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সিলুট গ্রামের পুরাতন জামে মসজিদটি জীর্ণ হওয়ায় ও নামাজীদের জায়গা সংকুলান না হওয়ার জন্য ওই স্থলে মসজিদ কমিটির শেখ রেজাউল হক, নিসারুল হক মল্লিক, জয়নাল আবেদিন মন্ডল, সোনারুল শেখ, ইসমাইল মন্ডল, হাজী আব্দুল রশিদ মন্ডল প্রমুখ গ্রামবাসীদের নিয়ে নতুন মসজিদ পুনর্নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেন। আরো সিদ্ধান্ত

নেয় সমস্ত অর্থ সিলুট গ্রামবাসী পাঁচ বছর ধরে বাৎসরিকভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী দিয়ে যাবেন। গ্রামবাসীরা এই আবেদনে সারা দেয়। প্রায় দু বছর তিন মাস পর প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে মসজিদ পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন হল এবং এদিন তার উদ্বোধন হয়। তারপরই শুরু হয় ধর্মীয় জলসা। এতে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা হতে অংশগ্রহণ করেন মাওলানা ক্বারী মেহবুব আলম মোজাদ্দিদী, বর্ধমানের মেমারি থেকে মাওলানা সবুর মল্লিক, বর্ধমান থেকে মসজিদ নির্মাতা হাজী সোলেমান সাহেব, সিলুট জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা ক্বারী গোলাম নবী রেজভি, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার শেখ নজরুল সাহেব। এছাড়া বহু ইসলাম দরদি ব্যক্তিবর্গ ও গ্রামবাসী। প্রায় ১৫০০ মানুষ এই মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

ইমাম মুয়াজ্জিন সমিতির সম্প্রীতি সভা

আপনজন ডেস্ক: রবিবার অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চারিটাবল ট্রাষ্ট হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আরামবাগ হরিণখোলা বাজার ময়দানে সকাল দশটায় ইমাম মুয়াজ্জিন সহ এক হাজার মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ ও সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হল । জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কয়েক হাজার

মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে শান্তি-সম্প্রীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক নিজামুদ্দিন বিশ্বাস ও আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, সংগঠনের হুগলি জেলা সভাপতি হাবীবুল্লাহ, সম্পাদক হাফেজ সিবগতুল্লাহ, মাওলানা রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

TENDER NOTICE

The Block Development Officer & EO, Magrahat-II Panchayat Samity, South 24 Parganas, invites Tender for the Road..

Tender Notice No.- SPG/MAGRAHAT-II/17(06)MGT-II of 2023-24 dt: 26-12-2023 Tender ID– 2023_ZPHD_632198_01 TO 06

SI No- 01 to 06 Last Date of Bid Submission : 12.01.2024 upto 5:00 pm

Details of NIT & Tender documents for further contact: Phone No.- 03174252235 & email no. Bdomagrahat2@gmail.com

Sd/-
Executive Officer
Magrahat – II Panchayat Samity

৯৩ বছর আগের দুঃস্মৃতি ফেরাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

আপনজন ডেস্ক: দুঃস্বপ্নের মতো কাটানো বছরের শেষটাও চরম হতাশাজনক হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। ইউরোপিয়ান আসরের শিরোপা জয়ের স্বপ্ন আগেই বিলীন হয়ে গেছে রেড ডেভিলদের। ঘরোয়া আসরেও বড্ড বিবর্ণ এরিক টেন হাগের দল। একের পর এক হোঁচটে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়েও প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য দলগুলোর চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ম্যানচেস্টারের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি।
বছরের শেষ ম্যাচেও হারের তেতো স্বাদ নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ম্যানইউ। নটিংহাম ফরেস্টের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছে এরিক টেন হাগের দল। প্রায় তিন দশক পর ফরেস্টের কাছে লিগ ম্যাচ হারল তারা। এর আগে ১৯৯৪ সালে সর্বশেষ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ম্যানইউকে হারিয়েছিল নটিংহাম ফরেস্ট।
সর্বশেষ এই হারের পর ৩১ পয়েন্ট নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ৭ নম্বরে আছে ম্যানইউ। চলতি মৌসুমে লিগে ২০ ম্যাচ খেলে ১০ জয়ের বিপরীতে হেরেছে তারা ৯টি। ১৯৮৯-৯০ সালের পর লিগে ২০ ম্যাচ পর এটাই তাদের সবচেয়ে বাজে ফল। সর্বশেষ হারের পর সেরা চারের লড়াই থেকেও ৯ পয়েন্ট পেছনে তারা। আর শীর্ষে থাকা লিভারপুরের চেয়ে তারা পিছিয়ে ১১ পয়েন্ট।
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে নিজেদের সর্বশেষ ৬ ম্যাচে ইউনাইটেডের এটা চতুর্থ হার। ফরেস্টের মাঠে ৬৪ মিনিটে পিছিয়ে পড়ার ১৪ মিনিট পর মার্কাস রাশফোর্ডের গোলে সমতায় ফিরেছিল ইউনাইটেড। তবে ৮২ মিনিটে আবার পিছিয়ে পড়ে তারা। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি।
নটিংহাম ফরেস্টের কাছে হেরে মর্মাহত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগ, ‘এটা হতাশার। হারটি অপ্রয়োজনীয়। প্রথমার্ধে আমরা হেরে গেছি। আমরা যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করিনি।’
চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তারা ১৪টি ম্যাচ হেরেছে। নতুন বছরে যাওয়ার আগে এর চেয়ে বেশি ম্যাচ তারা হেরেছিল ১৯৩০-৩১ মৌসুমে। ২০২৩ সালে সব মিলিয়ে ২১টি ম্যাচ হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। নিজেদের বর্ণিল ইতিহাসে এর আগে এক বছরে এর চেয়ে বেশি ম্যাচ হারের নজির আছে তাদের আর মোটে তিনটি।

২০২৪ হবে কোহলি-বাবরের বছর: নাসের হুসেইন

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সাল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছর। জুন-জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টুর্নামেন্টকে ঘিরে বছরের শুরু থেকে খেলোয়াড়দের ব্যস্ততাও বেশি থাকবে টি-টোয়েন্টিতে। তবে পুরো বছরের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা হিসেবে নাসের হুসেইন বেছে নিয়েছেন এমন দুজনকে, যাঁদের প্রধান পরিচয় টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যান নয়।
ভারতের বিরাট কোহলি আর পাকিস্তানের বাবর আজম–দুই দলের দুই সাবেক অধিনায়ককেই ২০২৪ সালের সম্ভাব্য সেরা ক্রিকেটার মনে করছেন নাসের। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) তৈরি করা একটি ভিডিওতে সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানকে বেছে নিয়েছেন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক।
নাসের এই দুজনকে বেছে নিতে গিয়ে শুরুতেই বলেন, ‘আমার বেছে নেওয়া প্রথম ব্যক্তি একজন মহাতারকা। যা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। বিরাট কোহলি। ২০২৩ সাল এবং বিশ্বকাপে সে দুর্দান্ত খেলেছে। যে সব রেকর্ড ভেঙেছে বা আলোচনার জন্ম দিয়েছে, তার তুলনায় কোহলি কতটা ভালো ব্যাটিং করেছে, সেটা কম মনোযোগ পেয়েছে।’
২০২৩ সালে ওয়ানডেতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান (২৭ ওয়ানডেতে ১৩৭৭) করেছেন কোহলি। শচীন টেন্ডুলকারের ৪৯ ওয়ানডে শতকের রেকর্ডও ভেঙেছেন এ বছর। এ ছাড়া ২০১৯ সালের পর টেস্টে প্রথম শতকও তোলেন ২০২৩ সালেই। এর বাইরে বিশ্বকাপের এক আসরে সবচেয়ে বেশি রান এবং সবচেয়ে বেশি পঞ্চাশোর্ধ ইনিংসের রেকর্ডও গড়েছেন ৩৫ বছর বয়সী কোহলি।
নাসেরের মতে, ওয়ানডে বিশ্বকাপের বছরে বেশ কিছু ভালো ইনিংসই কোহলিকে পরের বছরের জন্য এগিয়ে রাখছে, ‘আমি পাঁচটা ইনিংসের কথা বলতে পারব, যেখানে কোহলি খুবই ভালো অবস্থায় ছিল। এটা কোহলি, ভারত এবং কোহলির ভক্তদের জন্য ভালো লক্ষণ। এর অর্থ হচ্ছে, সে এখন মানসিকভাবে ভালো আছে এবং খেলার মধ্যে ভালোভাবেই আছে।’
বাবরের ২০২৩ সাল কোহলির মতো ভালো যায়নি। তবে ২৯ বছর বয়সী এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের জন্য ২০২৪ ভালো কিছু নিয়ে আসবে বলে মনে করেন ধারাভাষ্যকার নাসের, ‘এরপর আছে অনেকে কোহলির সঙ্গে যাঁর তুলনা করে, সেই বাবর আজম। আমি মনে করি, এটা তাঁর এবং পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা বছর। বাবর অধিনায়কত্ব ছেড়েছে, যেটা তাঁর কাঁধ থেকে বোঝা কমিয়ে দেবে। এর কারণে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা হতে পারে, বাবর প্রচুর রান পেতে পারে।’ ২০২৩ সালে ২৫ ওয়ানডেতে ১ হাজার ৬৫ রান করেছেন বাবর, যার মধ্যে দুটি শতক ও ১০টি অর্ধশত। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি অবশ্য কমই খেলেছেন, মাত্র ৫টি করে। তবে বাবর বছরজুড়ে বেশি আলোচিত হয়েছেন তাঁর অধিনায়কত্বের কারণে। ভারতে হওয়া বিশ্বকাপে তাঁর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ভালো করতে পারেনি, এরপর দেশে ফিরে নেতৃত্ব ছেড়ে দেন বাবর। নাসের মনে করছেন নেতৃত্বের ভারহীন বাবর সামনে ভালো খেলবেন, ‘সামনে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। পাকিস্তান সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলেছে। এবারের আসরে পাকিস্তানকে তাঁদের সাবেক অধিনায়কের কাছ থেকে সত্যিকারের একটা পারফরম্যান্স পেতে হবে।’

টটেনহামকে ধন্যবাদ দিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জে মেসির লিগে লরিস

আপনজন ডেস্ক: ২০১২ সালে লিওঁ থেকে টটেনহামে আসেন উগো লরিস। এরপর ধীরে ধীরে ক্লাবটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেন এই ফরাসি গোলরক্ষক। স্পার্সদের হয়ে ১১ বছরে ৪৪৭টি ম্যাচ খেলেছেন লরিস। তবে গত এপ্রিলের পর থেকে আর মাঠে নামা হয়নি তাঁর। ২৩ এপ্রিল নিউক্যাসলের বিপক্ষে ৬-১ গোলে হারা ম্যাচে প্রথমার্ধ শেষে বদলি করা হয় লরিসকে, সেটিই ছিল টটেনহামের জার্সিতে লরিসের শেষ ম্যাচ। জুলাইয়ে লরিসের প্রাক্–মৌসুমে সফরে না থাকা এবং নতুন ক্লাব সন্ধানের কথাও জানায় টটেনহাম কর্তৃপক্ষ।
এরপর ১২ আগস্ট লরিসের জায়গায় অধিনায়ক ঘোষণা করা হয় সন হিউং-মিনকে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার টটেনহাম ছেড়ে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব দ্য লস অ্যাঞ্জেলেস ফুটবল ক্লাবে যোগ দিলেন লরিস। এক বছরের জন্য চুক্তি হলেও পরবর্তীকালে তা দুই বছর বাড়ানোর সুযোগও রাখা হয়েছে। এক ভিডিও বার্তায় টটেনহাম ছাড়ার ঘোষণায় লরিস বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই আপনারা যেভাবে আমাকে সমর্থন দিয়েছেন, সে জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের একজন হতে পারা এবং অধিনায়কদের একজন হওয়া দারুণ সম্মানের ব্যাপার ছিল। এটা একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি। কিন্তু আপনারা সব সময় আমার হৃদয়ে থেকে যাবেন। স্পার্স সব সময় আমার নিজের ও পরিবারের জন্য বিশেষ কিছু হয়ে থাকবে। যেসব স্মৃতি আমরা ভাগাভাগি করেছি, সেসবের জন্য ধন্যবাদ। সবার জন্য শুভকামনা।’
বিশ্বকাপজয়ী লরিসের আগমনের ঘোষণায় লস অ্যাঞ্জেলেসের জেনারেল ম্যানেজার জন থোরিংটন এক বিবৃতিতে জানান, ‘উগো (লরিস) তার প্রজন্মের সবচেয়ে সফল গোলরক্ষকদের একজন এবং একজন বিজয়ী হিসেবে সে নিজেকে প্রমাণও করেছে। উগো নিজের পরবর্তী অধ্যায় হিসেবে এলএএফসিকে বেছে নেওয়ায় আমরা দারুণভাবে রোমাঞ্চিত। শীর্ষ স্তরের ফুটবলে নেতৃত্বের নজিরবিহীন অভিজ্ঞতা নিয়ে সে এখানে আসবে। যা আমরা জানি যে আমাদের ক্লাবকে আরও ট্রফি জেতার ব্যাপারে দারুণভাবে সহযোগিতা করবে।’
টটেনহামের হয়ে ১৫১ ম্যাচে গোলবার অক্ষত রাখা লরিস ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জিতলেও স্পার্সদের হয়ে কোনো শিরোপা জিততে পারেননি। ২০১৯ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগে ফাইনাল খেলে রানার্সআপ হওয়াই তাঁর সর্বোচ্চ অর্জন। সেই ফাইনালে লিভারপুলের বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরে যায় লরিসের টটেনহাম।

মুরারই হাই স্কুল ক্রিকেট দলের পরিচালনায় “তুষার স্মৃতি ট্রফি” টুর্নামেন্ট

আজিম শেখ ● মুরারই

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ডের সারা জাগানো ১৬ টি ক্রিকেট টিমের সমন্বয়ে মুরারই অক্ষয় কুমার ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে “মুরারই হাই স্কুল ক্রিকেট’ টিমের পরিচালনায় “তুষার স্মৃতি ট্রফি” র দুর্দান্ত মেগা ফাইনাল অনুষ্ঠিত হল। দশ দিনব্যাপী বিরাট টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হল মহাসমারোহে। মুরারই হাই স্কুল ক্রিকেট টিম টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওপর দিকে রঘুনাথগঞ্জ ক্রিকেট টিম প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ৭৪ রান করে। জবাবে মুরারই হাই স্কুল ক্রিকেট টিম ৫.২ বলে ম্যাচ জিতে নেয়।চোখ ধাঁধানো ফাইনালে দুর্দান্ত উৎফুল্ল ময় পারফরমেন্স করে মুরারই হাই স্কুল ক্রিকেট টিম এবং রঘুনাথগঞ্জ টিম ফাইনালে ওঠে। চমকপ্রদ আম্পায়ারিং এবং দুর্দান্ত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মুরারই হাইস্কুল ক্রিকেট টিম রঘুনাথগঞ্জ টিমকে হারায়। অনবদ্য ব্যাটিং এবং বোলিং করে ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট হয় মুরারই এর নীল দত্ত। এই প্রথম মুরারই হাই স্কুল ক্রিকেট টিম অভিনব ডান্সিং আম্পায়ারের দ্বারা ম্যাচ পরিচালনা করে। মাঠে দর্শকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল।

জেলা পুলিশের তরফে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হলো ম্যারাথন দৌড়। ‘রান ফর অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড রোড সেফটি’-র জন্য এই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়।
রবিবার সকলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট স্টেডিয়াম চত্বরে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে এই ম্যারাথন দৌড়ের শুভ সূচনা করেন মালদা রেঞ্জের ডিআইজি(আইপিএস) প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা এবং জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল।
এছাড়াও ম্যারাথন দৌড় উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাসিম, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল সহ অন্যান্য পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। শুধুমাত্র পুরুষ নয়, মহিলারাও এই দৌড়ে অংশ নেয়। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০০ পুরুষ ও মহিলা এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেয়। বালুরঘাট স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয় এই ম্যারাথন দৌড়। প্রায় ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় শেষে জেলা পুলিশের তরফে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে। পুরস্কার মূল্য প্রথম স্থান অধিকারীদের জন্য ২৫০০০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদের জন্য ১৫০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের জন্য ১০০০০টাকা।
এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, ‘দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে প্রায় প্রতিবছরই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যুব সমাজকে খেলার প্রতি আগ্রহী করতে এবং শরীরকে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখতে এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।’
এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ক্রমাগত তৃতীয় বছর আমরা এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। এ বছর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। সুষ্ঠুভাবে ম্যারাথন দৌড় সম্পন্ন করবার জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে প্রচুর পুলিশ তদারকির জন্য রয়েছে, জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা রয়েছেন।’
এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মোঃ নাসিম জানান, ‘এদিনের ম্যারাথন দৌড়ে পুরুষ বিভাগে প্রথম হয়েছে রমজান আলী, দ্বিতীয় হয়েছে বলরাম মন্ডল এবং তৃতীয় হয়েছে রাজ কুন্ডু। মহিলা বিভাগে প্রথম হয়েছে শ্যামলী সিং, দ্বিতীয় হয়েছে সীমা নায়েক এবং তৃতীয় হয়েছে পূজা প্রামানিক।’

শাহিন আফ্রিদিকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তকে ভুল বললেন শহীদ আফ্রিদি

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের ব্যর্থতার বিশ্বকাপ অভিযান শেষে তিন সংস্করণেরই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন বাবর আজম। গত ১৫ নভেম্বর বাবর পদত্যাগ করার দুই ঘন্টার মধ্যে নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। টেস্টে অধিনায়কত্ব পান ব্যাটসম্যান শান মাসুদ, টি-টোয়েন্টিতে ফাস্ট বোলার শাহিন আফ্রিদি। আগামী কয়েক মাস ওয়ানডে না থাকায় এই সংস্করণে নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হয়নি।
টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে এ মাসেই অভিষেক হয়েছে মাসুদের। তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে এরই মধ্যে সিরিজও হেরে গেছে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে আফ্রিদির অভিষেক হবে নতুন বছরে। ১২ থেকে ২১ জানুয়ারির মধ্যে নিউজিল্যান্ড সফরে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লাহোর কালান্দার্সকে নেতৃত্ব দিয়ে টানা দুবার শিরোপা জেতানো আফ্রিদি জাতীয় দলের নেতা হিসেবে কেমন করেন, সেটা কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে। তবে শাহিন আফ্রিদির শ্বশুর শহীদ আফ্রিদির মতে, তাঁর জামাতাকে পাকিস্তানের নেতৃত্বে আনার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। পাকিস্তান দলের মতো শহীদ আফ্রিদিও এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন। বাবর, রিজওয়ান, শাহিনরা অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন খেলতে আর শহীদ আফ্রিদি গেছেন তাঁর ফাউন্ডেশনের কাজে। আজ মেলবোর্নে ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমি রিজওয়ানকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাই। কিন্তু ভুলবশত শাহিনকে অধিনায়ক করা হয়েছে। কঠোর পরিশ্রম ও খেলার প্রতি মনোযোগের কারণে আমি রিজওয়ানের প্রশংসা করি। কে কী করল না করল, সেসবে ওর আগ্রহ নেই। ওর সবচেয়ে ভালো গুণ শুধু খেলার প্রতি মনোনিবেশ করা। সে সত্যিই একজন যোদ্ধা।’
ওই অনুষ্ঠানে শাহিন আফ্রিদি, মোহাম্মদ রিজওয়ানসহ পাকিস্তান দলের আরও কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শহীদ আফ্রিদির মন্তব্য শুনে তাঁরা সবাই হেসে দেন। জামাতা শাহিনের নেতৃত্ব নিয়ে এর আগেও নিজের অভিমত তুলে ধরেন শ্বশুর শহীদ আফ্রিদি। দুই বছর আগে লাহোর কালান্দার্সের নেতৃত্ব পাওয়ার পরেই শাহিনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আরও এক-দুই বছর অধিনায়কত্বের চিন্তা বাদ দিয়ে ওর শুধু বোলিংয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।’ তবে লাহোরকে দুবার শিরোপা জিতিয়ে শাহিন তাঁর শ্বশুরকে ভুল প্রমাণ করেছেন। এবার জাতীয় দলের হয়েও নেতৃত্বগুণ দেখিয়ে শ্বশুরকে ভুল প্রমাণের পালা শাহিনের।

আইনবল-এর ডেমোস্টেশন ক্যাম্প

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন ডেস্ক: গত ২৯-৩০ ডিসেম্বর দুই দিন ব্যাপী রামপুরহাট মহকুমার তারাপুর সরস্বতী শিশু মন্দির চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আইনবল এর ডেমোস্টেশন ক্যাম্প।
আইন বলের প্রচারও প্রসারের জন্যই মূলত এই ক্যাম্পের ব্যবস্থা। বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়ে তথা পড়ুয়াদের মধ্যে মোবাইলের প্রতি আসক্তি দিন দিন বাড়ছে ।সেটা থেকে যেমন অন্ততঃ অনেকটা সময় বিরত থাকবে পড়ুয়ারা। পাশাপাশি পড়াশোনার সাথে সাথে শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও যেন বৃদ্ধি হয় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা বলে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান পশ্চিম বঙ্গ আইন বলের সভাপতি মৃণাল কান্তি থা।এছাড়াও উক্ত আইন বল ডেমোস্টেশন ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের আইন বলের সম্পাদক বিজয় কৃষ্ণ সাও, সরস্বতী শিশু মন্দির এর প্রধান আচার্য কৃপাময় মন্ডল,আইনবলের বীরভূম জেলা সংগঠক প্রীতিময় চ্যাটার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

গিল কেন টেস্টে পারছেন না, জানালেন গাভাস্কার

আপনজন ডেস্ক: শুবমান গিল ওয়ানডেতে বছরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ২৯ ইনিংসে ৬৩.৩৬ গড়ে তাঁর রান ১৫৮৪। ৫টি শতকের সঙ্গে অর্ধশতক ৯টি। স্ট্রাইক রেটও অবিশ্বাস্য–১০৫.৪৫। ওয়ানডে বছরের শীর্ষ রান সংগ্রাহক গিল এই বছরে টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় আছেন ৪৮তম স্থানে।
সম্প্রতি ব্যর্থ হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টেও। ওয়ানডেতে সফল গিল কেন টেস্টে ব্যর্থ, সেই কাটাছেঁড়া করেছেন ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাস্কার।
এই বছরে গিল ১০ ইনিংসে ২৮.৬৬ গড়ে রান করেছেন ২৫৮। এ নিয়ে টানা তিন বছর ৩০-এর কম নিয়ে বছর শেষ করছেন গিল। ২০২১ সালে ১৭ ইনিংসে ২৯.৮৭ গড়ে রান করেছিলেন ৪৭৮। ২০২২ সালে ৬ ইনিংসে গড় ছিল ২৯.৬৬।
এ ছাড়া টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ৩৫ ইনিংসে তাঁর রান মাত্র ৯৯৪। ভারতের স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিনও তাঁর ক্যারিয়ারের প্রথম ৩৫ ইনিংসে এর চেয়ে ১২ রান বেশি করেছিলেন। গাভাস্কারের মতে, গিলের এই ব্যর্থতার কারণ তাঁর অতি আক্রমণাত্মক কৌশল।
স্টার স্পোর্টসে তিনি বলেছেন, ‘আমার মতে গিল টেস্টে বেশি আক্রমণাত্মক কৌশলে খেলছে। টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটের কিছুটা পার্থক্য আছে।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**